চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 May 2019 ■ আগরতলা, ২১ মে, ২০১৯ ইং ■ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তাপদাহ থেকে রেহাই পেতে মুখ ঢেকে রাজপথে মহিলা পথচারী। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

সমীক্ষা রিপোর্ট নিয়ে উৎসাহী শাসক দল, জয় নিয়ে আশাবাদী বিরোধীরাও

পরবর্তী রণকৌশল চূড়ান্ত করতে বৈঠক করলেন মমতা ও চন্দ্রবাবু, আজ অমিত শাহর নৈশভোজে এনডিএ শরিকরা

নয়াদিল্লি/কলকাতা, ২০ মে।। সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে জোর আলোচনা চলছে সরকার গঠনের আশায়। একদিকে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ, অন্যদিকে কংগ্রেস, তৃণমূল সহ অন্য দলগুলি। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ মঙ্গলবার এনডিএর শরিক দলগুলির সাথে বৈঠক করবেন। এজন্য শ্রীশাহ নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শরিক দলের নেতাদের। অপরদিকে, বিরোধী শিবিরের অন্যতম তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বৈঠক করেছেন টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু। তাছাড়া সোনিয়া গান্ধীও অবিজেপি আঞ্চলিক দলগুলির সাথে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবমিলিয়ে শাসক ও বিরোধী সবাই সরকার গঠনে আশাবাদী এবং জোট শরিকদের সাথে আলাপ আলোচনা উদ্যোগ নিয়েছে।

বিজেপি বিরোধী দলগুলি জোট করে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই লক্ষ্যে উপস্থিত থাকতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাও। রাজনৈতিক মহলের মতে বিজেপি-কে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার রণকৌশল ঠিক টিডিপি সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডু। সেই লক্ষ্যে তিনি দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী, সিপিআই(এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি এবং পরে লখনউতে গিয়ে

২৪ মে অবিজেপি দলগুলিকে নিয়ে বৈঠকের ডাক সোনিয়ার

২৪ মে অবিজেপি আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে বৈঠকের ডাক দিয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। ২৩ মে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও পিছিয়ে তা করে দেওয়া হয়েছে ২৪ মে। বৈঠকে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু, এনসিপি, আরজেডি এবং বামপন্থী দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বৈঠকে করতে এই বৈঠকের ডাক দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। প্রথমে বৈঠকটি ২৩ মে হওয়ার কথা থাকলেও তার পরিবর্তে ২৪ মে হবে বলে জানা গিয়েছে। ২৩ মে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি গণনায় ব্যস্ত থাকবে বলেই বৈঠকটি একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণের পর এবং সপ্তম দফার আগে থেকে অবিজেপি দলগুলিকে একত্রিত করার কাজে লেগে পড়েছিলেন অখিলেশ এবং মায়াতীর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন তিনি।

সোমবার কালীঘাটের বাড়িতেই তেলেগু দেশম সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু দেখা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রায় ৪৫ মিনিট বৈঠক হয় বলে জানা গেছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি না হয়েই এদিন মুখ্যমন্ত্রী বাসভবন থেকে রওনা দেন চন্দ্রবাবু। তবে, সূত্রের খবর, ২৩ মের ফলাফল পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় তাঁদের। সব রকমের সম্ভাব্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। অবিজেপি ও আঞ্চলিক দলগুলিকে এক সুতোয় বাঁধতে আর কয়েক দফা আলোচনা চালিয়ে যাবেন চন্দ্রবাবু। অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গেও বৈঠক করবেন চন্দ্রবাবু নায়ডু।

সূত্রে খবর, ২৩ মের ফলাফল বেরনোর পর বিরোধীদের সরকার গড়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে, তার নেতৃত্ব নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। এ সময় অন্যান্য দলের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে একটা রূপরেখাও তৈরি হয় বলে জানা গেছে। এখনও পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৈঠক নিয়ে মুখ খোলেননি।

গতকাল শেষ হয় শেষ দফার ভোটগ্রহণ পর্ব। এর পর বিভিন্ন এজেন্সির বুথ ফেরতসমীক্ষার রিপোর্টে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা মাফিয়াদের দ্বারা অপহৃত চড়িলামের ব্যক্তি উদ্ধার সিধাই মোহনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মে।। গাঁজা কান্ডের ঘটনায় অপহরণ হওয়া ব্যাক্তিকে বিশালগড় থানার সাব-ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ দাস সোমবার দুপুরে মোবাইল ট্রেকিং করে সিধাই থানার অন্তর্গত গোপাল নগর চা বাগান থেকে সজল দেববর্মাকে উদ্ধার করেছে। তবে পুলিশের প্রাথমিক ধারনা সে একটি নাটক করেছে। জানা গেছে পূর্বে সে গাঁজা পাচারে যুক্ত ছিলো। আজ তাকে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে। আগামিকাল আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানায়। রবিবার রাতে বিশালগড় থানাধীন শুভাঠাকুর পাড়ার বংশীবাড়ির বাসিন্ধা সুবল দেববর্মার ছেলে সজল দেববর্মাকে গাঁজা পাচারকারি মাফিয়া গোস্টির দুষ্কৃতকারীরা অপহরন করেছে বলে বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করে অপহৃত ব্যাক্তির স্ত্রী। প্রসঙ্গত,গত শনিবার সন্ধ্যায় শুভা ঠাকুর পাড়ার বংশী বাড়ি এলাকার জংগল থেকে বিশালগড় থানার পুলিশ উদ্ধার করে ঊনআশি কেজি শুকনো গাঁজার তিনটি বস্তা।গাঁজা পাচারকারিরা ফোনে হুমকিও দিয়েছিলো বলে জানায় অপহৃত সজল দেববর্মার বাবাকে।যদি গাজার বস্তা গুলি গাজা পাচার চক্রের হাতে তুলে না দেওয়া হয় এর ফল আরও ভয়াবহ হবে বলে জানায় এমনই কথা থানায় এসে পুলিশ কে জানায় অপহরনকারীর বাবা ও তার স্ত্রী।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তার ছিড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। ত্রিপুরার উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার নতুনবাজার লালছড়া এলাকার বাসিন্দা দশম শ্রেণির ছাত্র সুমিত নাথের আজ মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, এদিন দুপুর পৌনে বারোটা নাগাদ বাড়ির পুকুরে মাছ ধরার জন্য নামে সুমিত। এমন সময় মূল সড়কের উপর দিয়ে যাওয়া একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিড়ে পড়ে পুকুরে। মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সুমিতের মৃত্যু হয়। স্থানীয় জনগণ দড়ি দিয়ে বেঁধে পুকুর থেকে তুলে সুমিতকে উদ্ধার করেন। তাকে ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে সুমিতের বাবার মৃত্যু হয়েছে। ছোট ভাই অমিতকে নিয়ে মা ও দুই ছেলের অভাবের সংসার দিব্যি কাটছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতিতে সুমিতের মর্মান্তিক মৃত্যুতে প্রতিবেশী এবং এলাকাবাসীও আজ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। জনৈক এলাকাবাসীর বক্তব্য, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঠারমুড়ায় যান সন্ত্রাসে গুরুতর জখম দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মে।। ফের যান দূর্ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার আঠারমুড়া পাহাড়ে। গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। অল্প আহত হয়েছেন একজন। গুরুতর আহতদের চিকিৎসা চলছে মুঙ্গিয়াকামী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে আঠারমুড়া পাহাড়ের ৩৬ মাইল এলাকায়।

সোমবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ এনএল-০১- কে- ৩৬৩২ নম্বরের তেলের ট্যাঙ্কার টাকা টিআর-০১-এস- ৮২৫৫ নম্বরের একটি বাইককে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইক আরোহী প্রদীব দেববর্মা ও রাজেশ দেববর্মা রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায়। রাজেশের অবস্থা শোচনীয় বলে জানা গিয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় জনগণ ট্রাক চালককে আটক করে গণধোলাই দেয়। ট্রাক চালকের নাম কুইবীর সিনহা। বাড়ি ধর্মনগরে। রাজেশ ও কুইবীরকে নিয়ে যাওয়া হয় মুঙ্গিয়াকামী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এদিকে, দুর্ঘটার খবর পেয়ে সাথে সাথেই সেখানে পৌঁছে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার একটি মামলা নিয়ে পুলিশ ট্রাক ও বাইকটি আটক করেছে।

মোবাইল টাওয়ার কর্মীদের ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। সরকার বদলের পর এয়ারটেল টাওয়ারের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে বলে আশা করেছিল সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। ঠিকেদারি দায়িত্ব পরিবর্তন হলেও এয়ারটেল টাওয়ারে কর্মরত কর্মীদের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি, বরং ভাগ্য বিড়ম্বনা চরম আকার ধারণ করেছে। ১৯৩জন কর্মী টাওয়ারে কর্মরত। ১২ জন কর্মী গত ৪ মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না। তাদেরকে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখন দেখার বিষয় মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এদিকে এয়ারটেলের পরিষেবা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। অবিলম্বে তাদের দাবী পূরণ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে।

সহকর্মীকে মারধর, পাঁচ টিএসআর জওয়ান বরখাস্ত অভিযোগ গুরুত্ব না দেওয়ায় বাহিনীর কমান্ডেন্ট বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ব্যারাকে সহকর্মীদের মারধরের ঘটনায় পাঁচ টিএসআর জওয়ানকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে ত্রিপুরা সরকার। পাশাপাশি, অভিযোগ পেয়েও কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার টিএসআর ১২নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্টকে পুলিশ সদর কার্য্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, টিএসআর ৬নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট জীতেন্দ্র দেববর্মা। প্রশাসন সূত্রে খবর, নির্বাচনী আচরণ বিধি উঠে যাওয়ার পর বিভিন্ন দপ্তর এবং পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীতে অনেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে ত্রিপুরা সরকার। কর্তব্য পালনে গাফিলতির জন্য এই পদক্ষেপ নেবে ত্রিপুরা সরকার, এমনটাই দাবি সূত্রের।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় শৃঙ্খলাপরায়ণ বাহিনী হিসেবে টিএসআর পরিচিত। কিন্তু, কয়েকজন জওয়ানের দৌলতে ফের একবার বাহিনী কালিমালিপ্ত হয়েছে। ব্যারাকেই এবার এক জওয়ানকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠায় প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে।

চাকমাঘাটস্থিত টিএসআর ১২নং ব্যাটেলিয়ানের রাইফেলম্যান ভোজবীর সিং চৌহানকে তার সহকর্মীরা প্রচন্ড মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে ওই জওয়ান জি বি হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি রয়েছেন। গত ১২ মে গভীর রাতে এই ঘটনার পর আহত ভোজবীর সিং চৌহান এবিষয়ে বাহিনীর প্রধানকে জানালেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে আহত জওয়ানের বিএসএফে কর্মরত ভাই রাজ্যে এসে তাকে ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জি বি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করান।

ওই ঘটনায় ত্রিপুরা প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। অভিযুক্ত পাঁচ জওয়ান নায়েব সুবেদার বিপুল রঞ্জন দে, হাবিলদার কমল পাল, হামিলদার রাজু ধর, নায়েক মহেশ্বর দাস এবং নায়েক সত্যব্রত সিনহাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব থানার ওসিকে ভৎর্সনা উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। জমি সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে আগরতলা পূর্ব থানার ওসিকে আদালতে ভৎর্সনা করল হাইকোর্ট। মাননীয় বিচারক অরিন্দম লোধ এদিন ওসি মানিক দেবনাথকে আদালতে বিকাল চারটা পর্যন্ত বসে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়ার পুলীনপুরের বাসিন্দা পন্ডিত দাস হাইকোর্টে মামলা করেছেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতে পূর্ব থানার ওসি মানিক দেবনাথকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক ওসি মানিক দেবনাথ এদিন আদালতে উপস্থিত হন। আদালক মামলার প্রেক্ষিতে ওসি মানিক দেবনাথকে ভৎর্সনা করে এবং বিকাল চারটা পর্যন্ত আদালতে বসে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী ওসি আদালতে বসে ছিলেন। জানা গিয়েছে, পূর্ব আগরতলা থানার ওসি মানিক দেবনাথ তেলিয়ামুড়ার পুলিনপুরের বাসিন্দা পন্ডিত দাসের দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা নথিভুক্ত করতে বিলম্ব করেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আদালতে তলব করা হয় ওসি মানিক দেবনাথকে।

দুর্ঘটনার গল্প, ত্রিপুরাগামী দুই লরি চালককে মারপিট লোয়াইরপোয়ায়, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। নতুন কায়দায় দূরপাল্লার লরি চালককে ফ্যাসাদে ফেলে টাকা হাতানোর অভিযোগে দুই যুবককে স্থানীয়দের হাতে উত্তম-মধ্যম খেয়ে থানার লকআপে ঢুকতে হয়েছে। ঘটনা সোমবার দুপুরের দিকে ঘটেছে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার লোয়াইরপোয়া মটরস্ট্যান্ড এলাকায়।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক জানান, পাথারকান্দি থানা এলাকার কাবাড়িবন্দ গ্রামের জনৈক জামাল উদ্দিনের বছর ২৩-এর ছেলে একবাল আহমেদ এবং পাখি মিঞার ২৪ বছরের ছেলে জয়নুল হোসেন নেশাসক্ত দুই যুবক। নেশার টাকা জোগাড় করতে তারা নিত্যনতুন কৌশল অববম্বলন করে সাধারণ মানুষকে হয়রান করে। এমনই এক কৌশল নিয়ে আজ তারা লোয়াইরপোয়ায় জনতার হাতে উত্তম-মধ্যম খেয়েছে। উত্তম-মধ্যম দিয়ে স্থানীয়রা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন অভিযুক্ত একবাল আহমেদ ও জয়নুল হোসেনকে। আগামীকাল তাদের করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ওসি মালসেম থিক জানান, নেশার টাকা জোগাড় করতে তারা পাথারকান্দির তিনখাল এলাকার আট নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এএস ১০ সি ১৬২০ নম্বরের একটি মিনি ট্রাক নিয়ে ওত পেতে বসে থাকে। দুপুর দেড়টা নাগাদ কলকাতা থেকে পণ্য বোঝাই কয়েকটি ট্রাক ওই জাতীয় সড়ক দিয়ে ত্রিপুরা আসছিল। পরিকল্পনামাফিক তারা মিনি ট্রাক নিয়ে দুটি লরির পিছু ধাওয়া করে। লরিগুলো লোয়াইরপোয়া মোটরস্ট্যান্ডে গিয়ে পৌঁছলে দুই প্রতারক হাতে লাঠিসোঁটা নিয়ে একটি লরির পথ আগলে চালককে বলে, তারা নাকি আসার পথে তাদের (একবাল আহমেদ ও জয়নুল হোসেন) একটি অল্টো গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে এসেছে। তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ নয় হাজার টাকা দিতে হবে। প্রতারকদের অদ্ভুত দাবি শুনে লরি চালকরা হতভম্ব হয়ে যায়। রাস্তায় কোনও গাড়িকে তাদের লরি ধাক্কা মারেনি বলে দুই প্রতারককে বলেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওড়া নদীর চর সৌন্দর্য্যায়নে গৃহীত প্রকল্প খোঁজখবর নিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। আগরতলায় হাওড়া নদীর দুটি চরের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে । সেই সূত্রে খোঁজখবর নিতে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক এবং বিনিয়োগকারী ফরাসি সংস্থার পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল আজ রাজ্যে এসেছেন । এ-বিষয়ে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ড় শৈলেশকুমার যাদব জানিয়েছেন, কেন্দ্র-রাজ্যের অর্থানুকূল্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে । শহর সৌন্দর্যয়নের লক্ষ্যেই এই প্রকল্পটি শুরু হচ্ছে ।

পুর কমিশনার জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন রিভারফ্রন্ট প্রকল্পের মতোই হাওড়া রিভারফ্রন্ট প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে ।তাঁর বক্তব্য, দেশে সবরমতি রিভারফ্রন্ট, গোমতি রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্প ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে । ত্রিপুরায় হাওড়ার চর ব্যবহার করে শহর সৌন্দর্যায়নের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল ।রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর হাওড়া রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্টকে স্মার্টসিটি মিশনের আওতায় নেওয়া হয়েছিল । পুর কমিশনার জানিয়েছেন, স্মার্টসিটি মিশনের অন্তর্গত কিছু প্রকল্প রয়েছে ঠিকই ।কিন্তু, হাওড়া রিভারফ্রন্ট উন্নয়নের প্রশ্নে পৃথক একটি প্রকল্প তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল । কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয় মন্ত্রক এই প্রকল্পে ৯৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে ।

তিনি জানান, এ-ধরনের প্রকল্প সারা দেশে মোট ১২টি শহরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছে । ওই প্রকল্পে মঞ্জুরকৃত ৯৯ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে ৫১ কোটি টাকা দিয়েছে । বাকি টাকা রাজ্য সরকার বহন করবে । পুর কমিশনারের কথায়, শহরবাসীর বিনোদন, পার্কিঙের সুবিধা, বসার জায়গা এবং অর্গানিক খাদ্যের বাগান এই প্রকল্পের অধীনে তৈরি করার চিন্তাভাবনা রয়েছে । তাঁর দাবি, শহর সৌন্দর্যায়নের প্রশ্নে এই প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা নেবে । শুধু তা-ই নয়, শহরবাসি এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন ।

ড় শৈলেশকুমার যাদব বলেন, আগরতলায় হাওড়া নদীর চরে দুটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে । স্টিলের ব্রিজ থেকে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত ৭০০ মিটার জায়গা এবং বটতলা সেতু থেকে দশমীঘাট পর্যন্ত জায়গায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে । তাই, কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন ও আবাসন মন্ত্রক এবং ফরাসি বিনিয়োগকারী সংস্থার পাঁচজনের প্রতিনিধি দল আজ ত্রিপুরায় এসেছেন ।তাঁদের সাথে সকালেই প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা হয়েছে। এর পর তাঁরা প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করেছেন। পুর কমিশনার জানান, আজ দ্বিতীয় দফায় পুনরায় প্রকল্পটি নিয়ে বৈঠক হয়েছে । আগামীকাল তাঁরা ফের স্থান পরিদর্শনে যাবেন । তার পর প্রকল্পের ভবিষ্যত রূপরেখা নিয়ে আলোচনা শুরু হবে ।তাঁর কথায়, ওই প্রতিনিধি দল এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সবরকমের সহায়তা দেবে ত্রিপুরা সরকারকে। প্রযুক্তিগত সহযোগিতা থেকে শুরু করে, ডিজাইন, ডিপিআর তৈরি এবং দরপত্র আহ্বান বিষয়ে তাঁরা ত্রিপুরা সরকারকে সহায়তা দেবে। পুর কমিশনারের দাবি, এই প্রক্রিয়ায় অন্তত ৬ থেকে ৯ মাস সময় লাগবে। তার পর প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে।

ড় শৈলেশ যাদব মনে করেন, হাওড়া নদীর চর এবং আগরতলা শহরকে পুরো বদলে দেবে এই প্রকল্প। সারা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের সাথে এক সারিতে আসার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বিরাট ভূমিকা নেবে ।

বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা পূর্ব মহিলা থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগের তদন্ত করবে মহিলা কমিশন। এদিকে, মান্দাই থানা থেকে ধর্ষণের মামলাটি জিরো এফআইআর মূলে শেষ পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় পৌঁছে অভয়নগর পুলিশ ফাঁড়ি হয়ে।

রাইমাভ্যালীর বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে গতকাল ধর্ষণ ও প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনায় রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধে সবসময়ই মহিলা কমিশন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে। এই ঘটনায় নির্যাতিতা চাইলে তাঁর পক্ষে লড়াই করবে মহিলা কমিশন। বর্ণালী গোস্বামী জানান, ইতিমধ্যে নির্যাতিতা যুবতীর ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম জেলার জিরানিয়া মহকুমার মান্দাই এলাকার এক যুবতীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৪ সাল থেকে তাঁকে ধর্ষণ করে আসছেন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তারই ফায়দা নিয়েছেন ধনঞ্জয়, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দরে কার্তুজ সহ ধৃত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। বিমানবন্দরে গুলিসহ আটক হলেন এক টিএসআর জওয়ান। সোমবার পৌণে বারোটার বিমানে মণিপুর যাওয়ার পথে টিএসআর জওয়ান বাবুল শীলকে সিআইএসএফ জওয়ানরা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এদিন ওই টিএসআর জওয়ান পনের রাউন্ড কার্তুজ নিয়ে মণিপুর যাচ্ছিলেন। বাবুল শীল টিএসআর ২ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান। প্রসঙ্গত, কেন ওই জওয়ান এই গুলি বহণ করছিলেন তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২১৭ ◘ ২১ মে ২০১৯ ইং ◘ ৬ জ্যৈষ্ঠ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আশাবাদী শাসক ও বিরোধীরা

দিল্লীর মসনগ দখলের স্বপ্নে বিভোর এনডিএ-ইউপিএ উভয় পক্ষই। বুথ ফেরত সমীক্ষায় কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম আভাস দিয়াছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ পুণরায় ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিতেছে। শেষ দফার ভোট শেষ হইবার পর হইতে গোটা দেশ বিষয়টি নিয়া ব্যাপক চর্চা শুরু করিয়া দিয়াছে। আশা নিরাশার দোলাচলে এনডিএ এবং ইউপিএ। সরকার গঠনের স্বপ্ন নিয়া গোটা এনডিএ শিবির যখন দারুনভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়ে বিন্দুমাত্রও নিরাশ হইতে রাজী নয় ইউপিএ শিবির। সংবাদ মাধ্যমগুলির এই সমীক্ষা তুড়ি মারিয়া, মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া সরকার গঠন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে ইউপিএ শিবিরও। মঙ্গলবার এনডিএ শরিক দলগুলিকে নিয়া বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ বিশেষ ডিনার পার্টি আয়োজন করিয়াছেন। যদি কোন অঘটন না ঘটে তাহা হইলে বিজেপির নেতৃত্বেই কেন্দ্রে সরকার গঠন হইবে। পক্ষান্তরে প্রায় সমস্ত বুথ ফেরত সমীক্ষা যেখানে বিরোধীদের মুছিয়া ফেলিবার ইঙ্গিত দিয়াছে সেই ক্ষেত্রেও বিরোধীরা কিন্তু হাল ছাড়িতে রাজি নয়। তাহারা মনোবল আরও চাঙ্গা করিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছেন। চন্দ্রবাবু নাইডু বাংলায় আসিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বৈঠক করিয়াছেন।

এদিকে, সোনিয়া গান্ধীও সবকটি বিরোধী রাজনৈতিক দলকে নিয়া বৈঠকের আয়োজন করিয়াছেন। বিরোধীরা এককাট্টা হইয়া এনডিএ-কে জব্দ করিবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে। বুথ ফেরত সমীক্ষা যাই বলুক না কেন, বিরোধীরা কিন্তু, এইসব সমীক্ষায় বিন্দুমাত্রও টলিতে নারাজ। তাহাদের দাবি, বুথ ফেরত সমীক্ষার নামে বিরোধীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। এই ধরনের সমীক্ষাকে পাত্তা না দিয়া বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে অগ্রসর হইবার নিরন্তর প্রয়াস জারি রাখিয়াছে। তাহাদের এই প্রয়াস দেখিয়া এনডিএ হতাশাগ্রস্ত না হইলেও কিছুটা হইলেও চাপের মুখে রহিয়াছে। কেননা, ইতিপূর্বেও এই ধরনের বুথ ফেরত সমীক্ষা রাজনৈতিক দলগুলির আশা প্রত্যাশায় কাটা বিছাইয়া দিয়াছে। বুথ ফেরত সমীক্ষাকেই ফলাফল হিসাবে মানিয়া নিতে নারাজ দেশের নাগরিকরাও। তবে, একাংশ অত্যুৎসাহীরা এই ধরনের বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফলকে পুঁজি করিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তাহাদের এই প্রত্যাশা কতখানি সফল হইবে তাহা সময়ই বলিবে। আগামী তেইশ মে বিকেলের মধ্যেই ফলাফলের চিত্র ফুটিয়া উঠিবে দেশবাসীর সামনে। রাজনৈতিক দলগুলির আত্মরক্ষামূলক প্রচারে এই মুহুর্তে বিভ্রান্ত হইবার বা অত্যুৎসাহী হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। দেশের জনগণ দিল্লীর মসনদে বসাইবার জন্য ইতিমধ্যেই তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব হাতেগুনা আর দুই তিনদিন সময় অপেক্ষা করিতেই হইবে। এরই মধ্যে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিবে। সর্বোপরি বলা যাইতে পারে এখনও পর্যন্ত এনডিএ'র পাল্লাই ভারি।

করণদীঘিতে গৃহবধূকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

সলামপুর, ২০ মে (হি. স.) : গৃহবধূকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদীঘির থানার শ্রীপুর এলাকায়। ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে করণদিঘি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ওই গৃহবধূর নাম রেবিনা খাতুন(৩২)। জানা গেছে,গত সাত বছর আগে করণদিঘি বিকোনপুর এলাকার বাসিন্দা রেবিনা খাতুনের সাথে করণদিঘি গ্রামের বাসিন্দা শামীম আখতারের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তার প্রতি মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাতো বলে অভিযোগ। কিছুদিন আগে রেবিনা বাপের বাড়িতে আসে। শারীরিক অসুস্থতা থাকায় শ্বশুর বাড়ি যেতে চাইছিল না রেবিনা। কিন্তু তার স্বামী শামীম তাকে তার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। রেবিনা না যেতে চাইলেও জোর করেই তার স্বামী তাকে নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে। রবিবার রাতে হঠাৎই রেবিনার মৃত্যুর খবর দেয় রেবিনার বাপের বাড়িতে। বাপের বাড়ির লোক রেবিনার শ্বশুর বাড়িতে এসে দেখেন রেবিনা মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারধরের দাগ রয়েছে। পাশাপাশি গলায় ফাঁস এর দাগ থাকায় রেবিনা বাপের বাড়ি লোকের অভিযোগ তাকে মারধর করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে করণদিঘি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লাফিয়ে বাড়ল সেনসেক্স ঊর্ধ্বমুখী নিফটি

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি. স.) : এক্সিট পোলে এনডিএ সরকার গড়ার ইঙ্গিতের প্রভাব পড়ল শেয়ারবাজারেও। সোমবার বাজার খুলতেই সেনসেক্স লাফিয়ে বাড়ল ৯৫০ পয়েন্ট। বিএসই সেনসেক্স ৯৬২.১২ পয়েন্ট বেড়ে হল ৩৮,৮৯২.৮৯। এনএসই নিফটি ২৮৬.৯৫ পয়েন্ট বেড়ে হল ১১,৬৯৪.১০। টাকার দামও বাড়ল ৬১ পয়সা। এদিন সকালে বাজার খুলতেই সেনসেক্স গিয়ে দাঁড়ায় ৬৭২.২৫ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি গিয়ে দাঁড়ায় ২০৩.০৫ পয়েন্টে। বেড়ে যায় ইন্ডিয়াবুলস, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো, এসবিআই, ইসিআইসিআই, মারুতি সুজুকির শেয়ারের দাম উ এদিন টাকার দামও বাড়ল ৬১ পয়সা। শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় ডলারের তুলনায় টাকার দাম ছিল ৭০.২২।

ছত্তিশগড়ে গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত ১০

রায়পুর, ২০ মে (হি.স.) : একটি এসইউভি গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় ১০ জন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে, ছত্তিশগড়ের সুরাজপুর জেলায়। পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

সোমবার ১৫ জন একটি এসইউভি (স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল) করে বলরামপুর জেলা থেকে সুরাজপুর জেলার পেন্ডারি ঘাটে একটি মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিল। তখনই উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই গাড়িতে ধাক্কা মারে। পুলিশের এক অফিসার এই তথ্য জানিয়েছেন। ঘটনার পর স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৬ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আহতদের চিকিৎসা চলছে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, ট্রাকটি, এসইউভি গাড়ির উল্টো দিক থেকে আসছিল। কিছু প্রযুক্তিগত ভুলের কারণে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে গাড়িতে ধাক্কা মারে। তারফলে ট্রাক এবং এসইউভি গাড়ির দুজন চালকসহ ৬ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় ১০ জন।

মৃতদের নাম, রাতু ভূঁইয়া(৪৫), ধ্যান রাম ভূঁইয়া (৫০), রেশমা (১২), অনদুলনা (৪৫), এসইউভির চালক কুশওয়াহ (৩২) ট্রাক চালক শানসহ আহমেদ (৩২). পুলিশের এক অফিসার সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। আহতদের পরে অম্বিকাপুর জেলায় অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

চির কল্পতরু তিনি

সোমনাথ নন্দী

সাক্ষাৎ ভগবান তিনি---শাস্ত্র বর্ণিত ষড়ঙ্গ তথা ষড়ৈশ্বের্যের মূর্ত বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের নবরূপাধার তিনি। তিনি পতিত পাবন, ব্রহ্মর্ষি পর্যায়ের মহাযোগী। পরম প্রেমময় অহেতুক কৃপাসিন্দু। যুগাবতার, সেবোর্পরি অহৈতুকী চির কল্পতরু।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য শরীরীরূপ এই বাংলা তথা ভারতভূমিতে অবস্থানকালে এটাই ছিল তাঁর সম্বন্ধে তৎকালীন জ্ঞানী-গুণী সাধক যোগী, মুমুক্ষু মানুষ ও ভক্তদের আত্যন্তিক, অনাবিল অপরূপ অনুভূতি। মুক্তিকামী মানুষের কাছে জাগ্রত পরচৈতন্য এক প্রোজ্জ্বল প্রতিমূর্তি রূপে আবির্ভুত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই চৈতন্য-সুরধনীর নিরন্তর স্রোতপ্রবাহের তীরে যাঁরাই এসেছেন বা অবগাহন করেছেন বা সেই চৈতন্য সলিলকে স্পর্শ করেছেন, সকলেই উপলব্ধি করেছেন পার্থিব এবং অপার্থিব তথা আন্তঃ চৈতন্যের প্রভেদকে। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করেছেন, নিরন্তর প্রেমাশ্রুতে নিসিক্ত হয়েছেন অথবা জড়াবস্থায় থেকেছেন। ভক্তসঙ্গে লীলাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে এ দৃশ্য প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়েছে। পরশপাথরের স্পর্শে অন্য ধাতু যেমন সোনা হয়ে যায়, চুম্বকের কাচে লোহারমধ্যে জেগে ওঠে চৌম্বকীয় শক্তি-গুবরে পোকা অন্য পোকামাকড়কে ধরলে যেমন গুবরেতে রূপান্তরিত হয়, ঠিক তেমনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চৈতন্য প্রবাহের সান্নিধ্যে ছিল এমন অমোঘ, অভ্রান্ত, আশ্চর্য ফলশ্রুতি। যারজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য, প্রখর যুক্তিবাদী স্বামী বিবেকানন্দ প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন-বেদ, পুরাণ ও ভগবতে কী আছে, রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বোঝা যাবে না, তাঁর জীবন অনন্ত শক্তি পূর্ণ এবং এক সন্ধানী আলো, যা ভারতের সমগ্র ধর্মীয় চিন্তারাশির জীবন্ত ভাষ্য (বাণী ও রচনা ৭/৭৫)। তিনি আরও বলেছিলেন-রামকৃষ্ণাবতার ছিল জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম। অন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দায়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিসনি সমগ্র হিন্দুজাতি যুগযুগ ধরে যে চিন্তা করে আসছে, তিনি এক জীবনেই সেই সমস্ত ভাব উপলব্ধি করেছেন। (বাণী ও রচনা (৭/১০৯)।

শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে যাঁরাই নাড়াচাড়া করেছেন, প্রায় সকলের কাছেই একটি সত্য প্রত্যক্ষভুত হয়ে উঠেছিল যে, বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ তিনি। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বালই নেই। আছে একটি পরিচয়-সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সবই সেই ব্রহ্মের প্রতিভাস। সকলেই অরূপ সাগরের রূপময় অভিব্যক্তি। তিনি বলতেন-"সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া,চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করছিলাম। ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রসিকের বাড়ি। রসিক মেথর। মনকে বললুম, থাক শালা ওখানে থাক। মা দেখিয়ে দিলেন ওর বাড়িণ লোকজন সব বেড়াচ্ছে। খোলামাত্র। বাস্তবে এই মহামানবেরচৈতন্যের প্রথম পরশ পেয়েছিলেন সমাজের অসম্পৃশ্য, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজন। যেমনটি পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি বাংলায় বিগদ্ধ মনীষীরা।

কী ঘটেছিল রসিকের ক্ষেত্রে। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ঝাড়ুদার রসিক মেথর। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যের মঞ্চে কোনও ভূমিকায় দেখা যায়নি তাঁকে। পর্দার আড়ালে থেকে গেছে বরাবর। দৃশ্যের কুশীলবদের মাঝে যাওয়া যে তার পক্ষে হবে সীমাহীন ধৃষ্টতা! বুকের মধ্যে চাপা ইচ্ছেটা প্রকাশ করার স্পর্ধা দেখায়নি সে। অথচ অন্তর্যামী ঠাকুরের দৃষ্টি এড়ায়নি। অহৈতুকী কল্পতরু অবস্থায় তিনি প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন রসিকেরওপর সবার অজান্তে। রসিকের জীবনে পরম মুহূর্তেটি এসেছিল ১৮৭৫ সালের পর। ২৮ মার্চ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ইন্ডিয়ান মিরর, সানডে মিরর, নিউ ডিসপেনশর-এ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লিখে সারা বাংলায় হৈ চৈ ফেলে দিলেন। বহু বিদগ্ধ, মুমুক্ষু, বিজজ্ঞাসু মানুষ একে একে সমবেত হতে লাগলেন ঠাকুরের সান্নিধ্যে। রসিক মেথর মন্দির পরিষ্কার করতে এসে এসব দেখেন। অবশ্য দূরে দাড়িয়ে। কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। চাপা ব্যথা গুমরে ওঠে-বাবারকাছ কত বড় লোক, কত পণ্ডিত আসে, কত আনন্দ করে। কত পাপী তাপী পার হয়ে যায় তাঁর স্পর্শে, তাঁর দয়ায়, আর আমার কী মন্দ ভাগ্য তাঁর চরণের ধূলি পর্যন্ত নিতে পারি না মেথর বলে কি তাঁর কৃপা পাব না। ভাবতে ভাবতে দুচোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে।

কেটে যায় এভাবে দুবছর। বাদ দেয় না সে একদিনও ঠাকুর দর্শন করতে। মনে নে জানায় একটু দয়া দিও বাবা যেন উদ্ধার হয়ে যাই।

প্রতীক্ষা আর প্রার্থনার একদিন অন্ত হয় তাঁর। ঠাকুর সেদিন ঝাউতলায় গেছেন। পঞ্চবটীর কাছে গাছের আড়ালে অপেক্ষায় রসিক। শৌচ সেরে ঠাকুর নহবৎখানার দিকে পা বাড়াতেই পথের মাঝে রসিক আছড়ে পরে ঠাকুরের চরণপ্রান্তে। চোখের জলে চরণ ধোয়াতে ধোয়াতে কান্না ধরা গলায় সে বলতে থাকে-"আমায় কী হবে বাবা"। রসিকের কাতর উক্তিতে সমাধিস্থ ঠাকুর। নিবতাক, নিস্পন্দ চিত্রার্পিতের মতো দণ্ডায়মান।কিছুক্ষণ পর বাহ্যদশায় ফিরে রসিকের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে থাকেন—"তোর সব হল, সব হল"।

বাস্তবিক রসিক সেদিন ঠাকুরের চৈতন্যময় স্পর্শে চৈতন্য দীপ্তিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ঠাকুরের কল্পতরু অবস্থায় সেই প্রথম প্রতিভাস।

১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবলয়ে, এমনকি সাধারণ ভক্তদের কাছেও কল্পতরু দিবস বা কল্পতরু উৎসব হিসেবে চিহ্নিত। উদযাপন হয় তদনুসারে। প্রশ্ন জাগে, তাঁর মতো পরমেশ্বরের পূর্ণব্রিগ্রহ কি একবারই তাঁর কল্পতরু রূপভক্তদের সামনে তুলে ধরেছেন, না বহুবার? শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক গ্রন্থারাজিতে তথ্যানুসন্ধানে পাওয়া যায় ভিন্ন বার্তা। ঠাকুর তাঁর নরলীলায় বহুবার কল্পতরু রূপ পরিগ্রহ করেছেন। ভক্তদের লুপ্ত, বিস্মৃত চৈতন্যকে পুনারয় প্রতিস্থাপন করেছেন তাঁদের জীবনে। এই দয়া, কৃপা, একমাত্র ঈশ্বরপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। বিশেষত যুগাবতারের ক্ষেত্রে। ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে ভক্তদের বলতেন—ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছে চাইতে হয়। তখন যে যা চায় তাই পেয়ে যায়। সাধারণ অর্থে কল্পতরু প্রার্থীদের পার্থিব প্রার্থনা পূর্ণ করেন। কিন্তু যিনি অবতারপুরুষ, তাঁর লক্ষ্য থাকে জীবনের জন্মান্তরের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগিয়ে দেওয়া। সে চেতন হল ঈশ্বর বস্তু, আর সব অবস্তু। ঈশ্বরই জগতের একমাত্র সত্য। বাকি সব অলীকমায়া। তাঁকে পেতে হলে সেই সরল বিশ্বাস বালকের মতো বিশ্বাস শ্রদ্ধা বক্তি চাই। চৈতন্য লাভ যার হয়েছে, তার ঈশ্বরীয় কথা বলা ও শোনা ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। সর্বদা থাকতে চায় অন্তর্মখী অবস্থায়। ঠাকুরের কল্পতরু সত্তার কাছে যাঁরা যা চেয়েছেন, তা পেয়েছেন। কিন্তু না চাইতে তিনি দিয়েছেন আরও আরও বেশি।

এবার আসা যাক সেই বিরল কয়েকটি দৃশ্যের কথায়। ১৮৮৫-র ২৫ অক্টোবরের কাহিনি। ঠাকুর তখন রয়েছেন উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর বাটিতে। টিকিৎসার জন্য। সেদিন ঠাকুরের কাছে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ তথা নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহিমারচরণ, কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্ত, নরগোপাল ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। কণ্ঠরোগের কারণে ঠাকুরের কথা কওয়া বারন। ডাক্তারদের পরামর্শে। কিন্তু কথা তো আর বন্ধ থাকে না। আগের থেকে বেশি মুখর, বেশি সরব তিনি। ভাবসিন্ধু যদি একবারউথলে ওঠে আর খেয়াল থাকে না। গোমুখ নিঃসত গঙ্গার দুরন্ত স্রোতধারার মতো নির্গত হতে থাকে অমৃতকথার ধারা। যার শান্ত হয় আগত ত্রিতাপ সন্তপ্ত মানুষদের ক্লেশ কথা চলাকালীন সহসা দৃষ্টি পড়ে নরেনের দিকে। বলেন—আজ গান হবে না? নরেন্দ্রনাথের শরীর যেন সুরে বাঁধা। দেওয়াল থেকে তানপুরা পেড়ে গান ধরেন---দে মা পাগল করে ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল করে।

সঙ্গীতের ভাবে, মাধুর্যে, ঠাকুর তো বটেই ভক্তদের তখন প্রেমোন্মত অবস্থা। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার জড়বাদী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। অবাক হয়ে দেখছেন ভক্তদের কেউ হাসছেন, কেউ বা কাঁদছেন, কারও বা স্পন্দনহীন জড় অবস্থা। মহেন্দ্রলালেরও নিজের বাহ্য হুঁশ প্রায় হারনোর পথে। তবু বহু কষ্টে সামলেছেন। বলছেন নরেনকে, তোমার গান শুনে দাঁড়াই আর কি। তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম। ভাবলেন এটা দেখানো যাবে না। কিন্তু অন্যাদের দেখে বিস্মিত তিনি---এ কি সম্ভব! কোন্ তরঙ্গঘাতে এঁরা এত অভিভূত। এটাই কি চৈতন্য তরঙ্গ!

পরবর্তী ঘটনা ১৭ বছর আগেকার। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। সেবক সে সময় ভাগ্নে হৃদয় মুখজ্যে। ঠাকুরের কাছে নিরন্তর থাকার ফলে হৃদয় বিশ্বাস করতে শুরু করে মামা (ঠাকুর) তাঁকে অবস্যই অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী করতে পারেন। অন্তত সে যেমনভাবে মামাকে সেবা করেছে, সেই সূত্রে তার পাওয়া উচিত। ইতিমধ্যে হৃদয়ের স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায় তার মধ্যে একটা বৈরাগ্যের ভাব দেখা যায়। ঠাকুরের কৃপায় সেসময় তার কিছু কিছু দিব্যদর্শন হতে থাকে। কিন্তু এতে তৃপ্ত নয় হৃদয়। আরও অলৌকিক শক্তি প্রয়োজন। একদিন তাই ধীরে ধীরে বলে ঠাকুরকে। নিরন্ত করতে ঠাকুর তাকে বলেন— "ধেক, মা-র যা ইচ্ছে তাই হবে। আমার ইচ্ছেয় কিছু হবে না রে"।

একদিন রাতে ঠাকুর প—চবটির দিকে যাচ্ছেন। হাতে গাড়ু, গামছা নিয়ে হৃদয় তাঁর পিছনে। হঠাৎ হৃদয় চমকে ওঠে ঠাকুরকে দেখে। ঠাকুরের স্থূল দেহ রূপান্তরিত জ্যোতির্ময় দেহে। অঙ্গের স্নিগ্ধ আলোয় চারপাশ আলোকিত। পদযুগল আর মাটিতে নেই। সামান্য ওপরে শূণ্যে এগিয়ে চলেছেন। বারবার চোখে রগড়ে সে দেখছে একই দৃশ্য। এবার নিজের শরীরেরদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই অবাক হৃদয়। তার শরীর থেকেও জ্যোতি বেরোচ্ছে। পা-ও মাটির সামান্য ওপরে। মনে হয় তাঁর সাক্ষাৎ দেবসঙ্গে থেকে এবং সেই দেবতার দীর্ঘকাল সেবার কারণে তার এই পুরস্কার প্রাপ্তি। আনন্দে পুলকে আত্মহারা হয়ে বলেন ঠাকুরকে—ও রামকৃষ্ণ আর আমরা মানুষ নই। এখানে কেন? চল দেশে দেশে গিয়ে জীবন উদ্ধার করি। তুমিও যা আমিও তাই।

তার বিহ্বল অবস্থা দেখে ঠাকুর বলেন—"ওই তুই থাম, থাম। অমন করিস না। লোকজন যে ছুটে আসবে তোর চিৎকারে"। কিন্তু হৃদয়ের কানে যায় না সে কথা। শেষে ঠাকুর তাকে শান্ত করতে বুকে হাত রেখে বলেন---'দে মা ওকে জড় করে।' হৃদয় এবার ফিরে আসে আগের বাহ্য অবস্থায়।

দুঃখে, হতাশায় বলে সে ঠাকুরকে---মামা, তুমি কেন আমায় জড় হতে বললে। আমার সব হারিয়ে গেল। সান্ত্বনা দেন ঠাকুর—সামান্য দর্শন পেয়েই যা গোল করলি, তাতেই ও কথা আমায় বলতে হল।

বাস্তবে হৃদয় ঠাকুরের কাছে যে চৈতন্য শক্তি চেয়েছিল, হৃদয়কে স্নেহবশত বেশি কিছু দিয়েছিলেন। কিন্তু হৃদয়র আধার সে শক্তি ধারণে অক্ষম ছিল। তাই ওই পরিণতি।

এবারের ঘটনাটি ১৮৮১-৮২-র মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বর। অনেক মুমুক্ষু যুবক এসেছেন তাঁর দর্শনে। কিন্তু নরেন অর্থাৎ সিমলের নরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো আর কাউকে চোখে পড়ল না তাঁর। ছেলেটি যেন জাগ্রত চেতনা নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে, আর খাপ খোলা তলোয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে। ঋষির মতো সত্যনিষ্ঠ ও পবি। তাই নরেনকে দেকার জন্য উতলা হয়ে থাকতেন তিনি।

ঠাকুরকে প্রথম দর্শনের পর দ্বিতীয়বার দর্শনে এসেছেন নরেন। অনেক দিন পর। নরেনকে দেখামাত্র আনন্দে অধীর ঠাকুর। তাঁর ছোট তক্তপোশের কাছে বসালেন তাঁকে। আর নিজে বসলেন নরেনের কাছ ঘেঁষে তক্তাপোসের ওপর। তাঁর পরই অর্ধবাহ্য দশা। আবিষ্ট অবস্থায় আপনমনে বিড়বিড় করে কী বলে যাচ্ছেন। আর নরেন অবাক হয়ে দেখছেন অর্ধোন্মাদ মানুষটিকে। তখন অন্তত নরেনের ওই ধারণাই ছিল ঠাকুর সম্বন্ধে। কারণ পাশ্চাত্য দর্শনের নিরিখে কিছুতেই যেন মেলাতে পারছিলেন না ঠাকুরের সেই অবস্থাকে।

সহসা ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে নরেনের হাঁটুতে তুলে দিলেন একটি চরণ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শের চড়িৎ প্রবাহে নরেনের মধ্যে দেখা দিল ভাবান্তর। হারিয়ে গেল ব্যহ্যচেতনা। দেখলেন অদ্ভুত এক দৃশ্য। দেওয়ালগুলির সঙ্গে গৃহের সমস্ত বস্তু প্রবলভাবে ঘরতে ঘুরতে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হয়ে ছুটে চলেছে। সমগ্র সত্তা তাঁর হারিয়ে গেছে এক মাত্তার মধ্যে, সর্বত্র এক নিঃসীম শূন্যতা।

ভয়ে, উদ্বেগে তাঁর অসীম সাহসী ভাব শিথিল হয়ে যায়। মনে হয় আমিত্ব নাশ মানেই তো মৃত্যু। সামনে অতি নিকট সেই অন্তিমক্ষণ। ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন নরেন---ওগো, তুমি আমার একী করলে। আমার যে বাবা আছে, মা আছে।

নরেনের ভয়ার্ত কণ্ঠ শুনে খিল খিল করে হেসে ওঠেন ঠাকুর। তারপর পরমস্নেহে বুকে হাত বোলতেই আবার স্বাভাবিক নরেন। ঘটনাটি নরেনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় সেবার। দ্বিতীয় ঘটনা দক্ষিণেশ্বর যদু মল্লিকের বাগান বাড়িতে। বৈঠকখানায় বসে ঠাকুর আবার স্পর্শ করলেন নরেনকে। সেদিনও তাঁর ভাবান্তর হয়। অপার্থির চৈতন্যের অবস্থায় বিরাজ করেন নরেন, পরে ঠাকুর পুনরায় স্পর্শ করে তাঁর বাহ্য হুঁশ ফিরিয়ে আনেন।

তৃতীয় ঘটনার স্থান ওই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ঘর। ঠাকুর বরাবরই নরেনকে অদ্বৈত তত্ত্বের উত্তম অধিকারী মনে করতেন এবং অষ্টবক্র সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ পড়তে দিতেন, বেগান্ত চর্চায় উৎসাহিত করতেন। কিন্তু ব্রাহ্ম মতবাদ নরেনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ থাকায় তিনি উক্ত মতবাদের আধারে ঈশ্বরকে ব্রহ্ম ও জীবের একাত্ততাকে কোনওভাবে মানতে চাইতেন না। বরং প্রতিবাদ করতেন। তর্ক জুড়ে দিতেন। কিন্তু ঠাকুর জানতেন নরেন জ্ঞানমার্গের পথিক। আনন্দের ঘর।

সেদিন ঠাকুর আগের মতো শোনাচ্ছেন আবার নরেনকে —তিনি জীবজগৎ, চতুর্বিশতি তত্ত্বহয়েছেন। যে ইট, চুন সুরকি থেকে ছাদ, সেই ইট চুন সুরকি থেকেই সিঁড়ি। যিনি ব্রহ্ম তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ। শুনছেন বটে নরেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন না, তাঁর যুক্তি, তার বিচার কোনভাবেই গ্রহণ করছে না এই তত্ত্বকে। তাঁর মনে হয় এ আর এক প্রলাপ ঠাকুরের। তাই বেশ বিরক্ত বোধ করনে। টাকুরের ঘর ছেড়ে চলে যান উত্তরের বারান্দায় যেখানে রয়েছেন প্রতাপ হাজার। নরেন জানন ঠাকুর প্রতাপ হাজরাকে পছন্দ করেন না, বিশেষত তার কপট ভাবের কারণে। তথাপি হাজরাকে তিনি আগ্রহ্য করতেন না।

হাজারার কাছে বসে বিদ্রুপের সুরে বলেন নরেন---শুনছে হাজরা, ঘটি-বাটি নাকি সব ঈশ্বর। যা কিছু দেখি সব ঈশ্বর। আবার আমরা নিজেরা ঈশ্বর।

হাজরা বরাবরই ধর্মের ভেকধারী। শুনে সেও নরেনের ঠাট্টা বিদ্রুপে যোগ দেয় ও দুজনেই হো হো করে হাসতে থাকে।

ঠাকুর এতক্ষণ ঘরের ভিতরে ছিলেন। হাসিরশব্দ শুনেই পরনের কাপড় বগলে রেখে বেরিয়ে এসে নিজেও হাসতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করেন—তোরা কী বলছিলি রে। বলেই নরেনকে স্পর্শ করে সমাধিস্থ হয়ে যান। ঠাকুরের আলৌকিক চৈতন্যনয় স্পর্শে নরেনের আবার আগের মতো ভাবন্তর। জাগতিক দৃশ্য সরে গিয়ে তাঁর সামনে দৃশ্যমান অচিন্ত্যনীয়, অকল্পনীয় এক দৃশ্য। দেখছেন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। ঘটি, বাটি, গাছপালা, ঘরবাড়ি, মানুষ, পশুপাখির মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ ব্যতীত কিছুই নেই। সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বর সত্তায় পূর্ণ। নরেনের এই আচ্ছন্ন ভাব বেশ কিছুদিন ছিল। নিজেই বলেছেন---"বাড়িতে ফিরেও এক অবস্থা। কেতে বসলাম। দেখি অন্ন, থালা, যিনি পরিবেশন করছেন সকলই এবং নিজেও তিনি (ঈশ্বর) ভিন্ন অন্য কেহ নন"। আচ্ছন্ন ভাব যধিও সামান্য কমত, মনে হত জগৎটা স্বপ্নব। হেদুয়ার পুকুর পাড়ে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে পুকুরের চারপাশের রেলিংয়ে মাথা ঠুকে দেখতেন যা দেখেছেন সেগুলি স্বপ্ন না সত্যি। পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা এলে নরেনের বিশ্বাস জন্মায় এটাই অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস। শাস্ত্রে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা অসত্য নয়। সেদিন থেকে নরেন ঠাকুর সম্পর্কে আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল, আস্থাবান হয়ে ওঠেন। তাঁর অন্তরে যে সুর বেজে উঠেছিল, তাকে বিশ্বকবির কথায় বলা যায---না চাহিতে মোরে যা করেছ দান/ আকাশ, আলোক তনু-মন-প্রণ/ দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহাদানের যোগ্য করে।

এ অভিজ্ঞতার শরিক ঠাকুর নিজেও। ১৮৮৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভক্ত মণি মল্লিককে নিজের ঘরে বসে বলছেন---"আমায় মা কালী ধরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়, প্রতিমা চিন্ময়, দেবী চিন্ময়, কোষাকুষি চিন্ময়, চৌকাঠ চিন্ময় মার্বেলের পাথর সব চিন্ময়। ঘরের মধ্যে দেখি সব যেন রসে রয়েছে সচ্চিদানন্দ রসে।

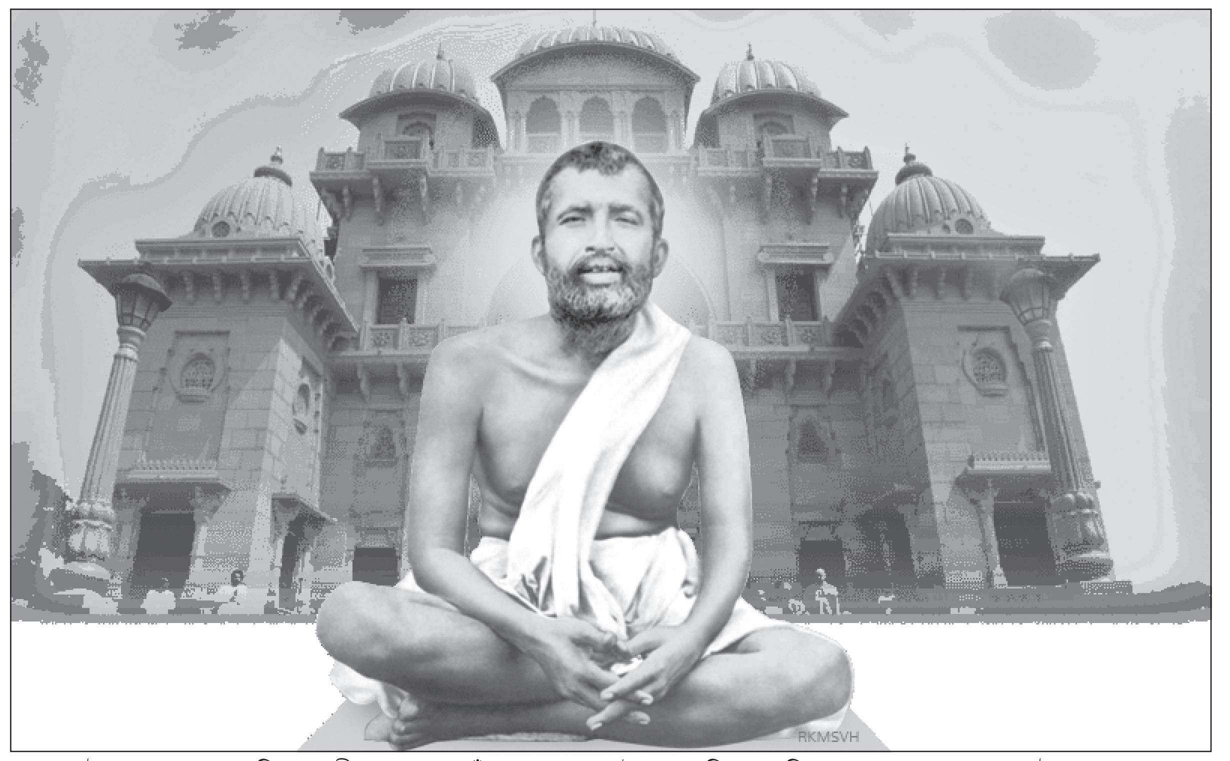

পরবর্তীকালে নরেন তাঁর দুই গুরুভাই শরৎ ও শশীকে নিজের সিমলের বাড়িতে বসে শুনিয়ে দিলেন কিছু আশ্চর্য কথা। সে প্রসঙ্গে শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) লিখেছিলেন—ঠাকুরেরকৃপায় যে দিব্য অনুভব সব লাভ হয়েছে, সেসব কথা বলতে নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) সেদিন আমাদের সন্ধ্যাকালে হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে মগ্ন থেকে অন্তরের অদ্ভুত আনন্দরস সংগীথাকারে ব্যক্ত করেছিলেন—প্রেমধন বিলায়ে গোরা রায়/ চাঁদ নিতাই ডাকে আয়রে (তোরা কে নিবিরে আয়)....... গান শেষে বললেন ধীরে দীরে সত্য সত্যই বিলোচ্ছেন তিনি ঠাকুর। জ্ঞান বল, মুক্তি বল,ভক্তি বল গোরা রায় সব বিলোচ্ছেন। কি অদ্ভূত শক্তি। সব করতে পারেন দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায়—সব করতে পারেন। জৃম্ভিত যুগ ঈশ্বর বলেই তাঁর বিক্ষণে মোহ যে যায়, এ প্রত্যয় অটুট হয়ে গিয়েছিল নরেনের মধ্যে। যে অদ্বৈত তত্ত্বে তাঁরএকময় অবিশ্বাস, অনীহা, আস্থাহীনতা, সেই অদ্বেত তত্ত্ব সম্বন্ধে ১৮৯৭-এর লাহোর ভাষণে বললেন— "আদ্বৈতবাদই হচ্ছে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাবিশ্ব বহির্ভূত কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এ কাজ বাইরের কোন প্রতিভাধর মানুষের নয়। এ জগৎ নিজেই সৃষ্ট হয়, নিজেই লয় হয় এবং নিজেকে নিজেই প্রকাশ করেন। এক অনন্ত অস্তিত্ব ব্রহ্ম।" তারপর দেখিয়েছেন বিবেকচূড়ামণির (শহকরাচার্য রচিত) একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করে "যিনি জন্মমৃত্যুহীন, মহাপ্রলয়াকালীন জলপ্লাবিত বিশ্বের মত যিনি উপরে নিচে ও চারিদিকে শান্ত, নিস্তরঙ্গ জলধারা পরিবৃত, যাঁর কাছে মুর্খ ও জ্ঞানীদের সমস্ত দ্বন্দ্ব সংগ্রাম চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে , হে ঋষি , হে জ্ঞানীদের সমস্ত দ্বন্দ্ব সংগ্রাম চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে আছেন" এই লাহোর অভিভাষণের সময় নরেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দে রূপন্তরিত।

প্রকৃত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সেই কল্পবৃক্ষ যার কাছে প্রার্থনী করলে যোগ্য ব্যক্তি বা আধারকে তাঁর অদোয় কিছু থাকত না। থাঁর দর্শনের যারা আসতেন, দেখামাত্র বুঝে নিতেন কী দানে তাঁকে তুষ্ট করতে হবে। প্রকৃত চৈতন্যময় পুরুষ সত্যিকারের ঈশ্বর অনুরাগীর মধ্যে ঈশ্বরীয় চৈতন্য সঞ্চারণে কুণ্ঠিত হন না।

নবোত্থান

ভোট শেষ হতেই রাজ্যের একাধিক জায়গায় আক্রান্ত বিজেপি

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : রবিবার রাত থেকে বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির খবর আসতে শুরু করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূলের দিকে। কমিশন সূত্রের খবর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাড়তি সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে পুলিশকে। ঢাকুরিয়া রামচন্দ্র স্কুলে রবিবার রাতে বিজেপির তিন এজেন্ট আটকে বাইরে কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ২ জনের মাথা ফেটে গিয়েছে। শ্যামপুকুর এলাকার বিজেপি নেত্রী শশী গনকে বুথের মধ্যে মারধর করা হয়। তাঁকে বড়বাজারের বিশুদ্ধানন্দ হসপাতালে ভর্তি করা হয়।ভোট শেষে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ওপর লাগাতার হামলার অভিযোগ এনে রবিবার রাতেই পূর্ব যাদবপুর থানার সামনে সপারিষদ বিক্ষোভে বসেন যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী অনুপম হাজরা। পরে পুলিশি আশ্বাস পেয়ে তিনি চলে যান। বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় অভিযোগ করেছেন, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস নয়। বরং তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই মুহূর্তে রাজ্যটি চালাচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চালানোর দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের হাত থেকে গুণ্ডা-দুষ্কৃতীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তারাই এখন রাজ্যটি চালাচ্ছে। আর রাজ্য সরকার এবং পুলিশ-প্রশাসন মিলিতভাবে রাজ্যের গণতন্ত্রকে হত্যাকে করে চলেছে।' তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে বিজয়বর্গীয় বলেছেন, 'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে এখন গুণ্ডারাজ চলছে। বাংলায় স্বেচ্ছাচারিতার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কারও কথা শুনছে না। কেউ কারও কথা মানছে না। বিজেপি রাজ্যের এই অগণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চাইছে। আর সেই কারণে বারবার তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের হামলা আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপির নেতা-কর্মীদের।

কমিশন সূত্রের খবর, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি দেখবে রাজ্য পুলিশ। শুধুমাত্র স্ট্রং রুম পাহারা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় আধাসেনা থাকবে। মোট ৮২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধাসেনা স্ট্রং রুমের জন্য মোতায়েন থাকবে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটের পরে বিজেপির কর্মীদের উপরে হামলার আশঙ্কা প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবি জানিয়েছেন। সোমবার সকাল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তরফে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে লালবাজারকে কিছু জানানো হয়নি বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। তবে স্ট্রংরুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত ১৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইভিএমের পাহারায় থাকবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর, বিভিন্ন থানার সংবেদনশীল এলাকা বেছে নিয়ে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী রাখা হচ্ছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঠেকানোর জন্য হেভি রেডিয়ো ফ্লাইং স্কোয়াড কিংবা আরটি মোবাইল গাড়ি থাকছে। সেই সঙ্গে থানার অতিরিক্ত মোটরবাইক বাহিনীকেও রাখা হচ্ছে। লালবাজারের এক পুলিশকর্তা বলেন, "বৃহস্পতিবার ভোট গণনা পর্যন্ত শহরে ওই পুলিশি ব্যবস্থা বজায় থাকবে। নির্বাচনের জন্য তৈরি হওয়া অতিরিক্ত কন্টোল রুম চলবে।

এক্সিট পোল নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : এক্সিট পোল বা সমীক্ষায় যতটাই খুশি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি, ততটাই অখুশি অন্য দলগুলি। সোমবার এ নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে নেতাদের মধ্যে চর্চা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার টুইট করে বলেছিলেন, "বুথ ফেরত সমীক্ষার গাল-গল্পে আমি বিশ্বাস করি না। কৌশলটা হল এই গালগল্প ছড়িয়ে হাজার হাজার ইভিএম পাল্টে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। সমস্ত বিরোধী দলের কাছে আমার অনুরোধ ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এবং যে দৃঢ়চিত্ত থাকুন। আমরা একসঙ্গে লড়াইটা লড়ব।"প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র হিন্দুস্থান সমাচার'-কে আজ বলেন, "এক্সিট পোলের রিপোর্ট আগে অনেক সময় মিলেছে ঠিকই, তবে আমি বিশ্বাস করি না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কম করেও চারটি আসনে জিতবে। আর কেন্দ্রে মোদী প্রধানমন্ত্রী হবেন না।"

বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এদিন সকালে বলেন, "মোদীজীই হবেন প্রধানমন্ত্রী। এ নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। এবং, পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলের চেয়ে একটা আসনে হলেও সংখ্যার নিরিখে এগিয়ে থাকবে বিজেপি। এর পর যেটা হবে, তৃণমূলে ভাঙন দেখা দেবে। রাজ্যের শাসক দলের নানা হস্তক্ষেপ সত্বেও ভোট-ব্যবস্থাপনায় বিজেপি যে সাফল্য দেখিয়েছে, তার উল্লেখ করে জয়প্রকাশবাবু বলেন, "দুপুরের আগে কোনও সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পক্ষ থেকে চলে গিয়েছে মোদীজীর কাছে। মোদীজী বিকেলে এ রাজ্যে এসে সমাবেশে তার জবাব দিয়েছেন। এই গোছানো কাজ দেখে তৃণমূলের কিছু শীর্ষ নেতা বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।"

সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এক্সিট পোল ধ্রুব সত্য বলে মনে কার কারণ নেই। আমরা এখনও বিশ্বাস করি না পশ্চিমবঙ্গে বামেরা লোকসভা ভোটে কোনও আসন পাবে না। তবে, গত এক-দেড় মাস ধরে মোদী-মমতা পোলারাইজেশন যে ভাবে হয়েছে, তা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক।"বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এক্সিট পোলের এই বার্তা আমাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। মানুষ বামেদের ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে রাজ্যে বদল এনেছিল।

সেই মানুষই ফের বদল চাইছে। তৃণমূল রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে মর্যাদা দিতে পারেনি। স্বৈরাচারী শাসক, সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজের ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে ওদের মধ্যে। পঞ্চায়েত ভোটে খুনখারাপি করে সব আটকে দেওয়ার যে চেষ্টা তৃণমূল করেছে, সেটা লোকসভা ভোটে সফল হয়নি।

দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ানে পিডিপি কর্মীকে বাড়িতে ঢুকে খুন করল দুষ্কৃতীরা

শ্রীনগর, ২০ মে (হি.স.) : অজ্ঞত পরিচয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত এক পিডিপি কর্মী। রবিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে ঘটেছে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লা। এই ঘটনার প্রতিবাদ করে ট্যুইটারে ওমর আবদুল্লা লেখেন, এই ধরণের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করছি। নিহতের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই।

রবিবার গভীর রাতে কুলগামের দেবসারে বছর ৬৯-এর পিডিপি কর্মী মহম্মদ ইসমাইল ভাটের বাড়িতে অর্তকিতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। মহম্মদ ইসমাইল ভাটকে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে এস কে ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে রেফার করে দেয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। উল্লেখ্য গত সপ্তাহে এক পিডিপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা।

ভাঙণের পথে এগোচ্ছে তৃণমূল শুরু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কি তৃণমূলে ভাঙণের আশঙ্কা দেখা দেবে? রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। সবার নজর লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল। কিছুদিন আগে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রকাশ্য জনসভায় জানিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের অনেক নেতা-বিধায়ক যোগাযোগ রাখছেন। মুকুল রায়ও সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, "বিজেপি-র একাধিক নেতা বিজেপি-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।" এক পা এগিয়ে তিনি প্রকাশ্যে দাবি করেছেন' এ বছরেই বিধানসভা ভোট নেওয়ার মত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে। এই সঙ্গে মুকুলবাবু অভিযোগ করেন, "ফোর্থ এস্টেট বলতে আমরা যাকে সম্মান করি, সেই মিডিয়ার কাছ থেকে বিজেপি কোনও সহযোগিতা পায়নি।"

বেশ কিছুদিন ধরে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে বিধাননগর পুরসভার মেয়র সব্যসাচী দত্তর। নির্বাচনী প্রচারপর্বে তাঁর বাড়িতে মুকুল রায়ের নিমন্ত্রণের জেরে যে তুমুল প্রতিক্রিয়া এবং আলোড়ন হয়, তার প্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতৃত্ব এবং সব্যসাচীবাবু উভয় পক্ষকেই প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে হয়। তার পরেও সব্যসাচীবাবুর এক সমাবেশে একটি মন্তব্য নেতৃত্বের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়। তাঁকে আমন্ত্রণ না করেই দলের তরফে তাঁর এলাকায় একটি বড় অনুষ্ঠান করা হয়। লোকসভা ভোটের এক্সিট পোল কি দলে ভাঙণের পথ সুগম করবে? এর উত্তরে সোমবার সকালে তিনি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এই সমীক্ষায় নয়, ২৩-২৪ তারিখে ফলাফলটা পরিস্কার হবে।

আর তৃণমূল হল গঙ্গার মত। জলের প্রবাহের মতই নেতা-কর্মীরা আসেন যান। এতে প্রবেশ বা প্রস্থান কোনওটির বিশেষ নির্দেশিকা নেই।" নেত্রীর আচরণে দলের অনেক নেতা কি অসন্তুষ্ট? এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে সব্যসাচীবাবু বলেন, "দেখুন কেউ দলে কৃতদাস নয়। আবার চাকরি করতেও আসেননি। যার যখন ইচ্ছে বা প্রয়োজন হবে, ছেড়ে দিতেই পারেন।"

বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "তৃণমূল এবার তাসের ঘরের মত ভেঙে যাবে। ২০০৯ থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিপিএম-কে টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন কারণ অন্তত একটা আদর্শের ওপর ভিত্তি করে দলটা চলত বলে। কিন্তু তৃণমূলে সবাই তো স্বার্থান্বেষী। যেই ওঁরা বুঝতে পারেন দিন ঘনিয়ে আসছে দলত্যাগের হিড়িক পড়ে যাবে। ২০২১-এ বিধানসভা ভোটের আগেই ভেঙে যাবে দল।"সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "ভেঙে যাবে নয়, তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে। তার আর বেশি দেরি নেই। এর পূর্ণ সুফল নেবে বিজেপি।

হাওড়া স্টেশনে লোহার বিম ভেঙে আহত ৭ যাত্রী

হাওড়া, ২০ মে (হি. স.) : সাত সকালে দুর্ঘটনা হাওড়া স্টেশনে। সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল লোহার বিম। ঘটনায় আহত হয়েছেন প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত কমপক্ষে সাতজন যাত্রী। তাদের মধ্যে পাঁচ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে যখন প্ল্যাটফর্মে বহু মানুষের ভিড় ছিল। সেই সময় এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে প্রায় ১৫ ফুট লম্বা লোহার বিমটি ভেঙ্গে পড়ে। ওই ঘটনায় আহত হন সাত জন যাত্রী। তাদের মধ্যে শামীমা বেগম নামে এক মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শামীমার বাড়ি উলুবেড়িয়ায়। আরামবাগে যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন শামীমা। সেই সময় লোহার বিমটি ভেঙে পড়ায় মাথা ফেটে যায় শামীমার। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান বাকি যাত্রীরা। তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে খবর। মাথায় সেলাই পড়েছে। এদিকে ওই দুর্ঘটনার পর যাত্রীদের সরিয়ে জায়গা ঘিরে ফেলে রেলপুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলপুলিশের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে জানা গেছে। এদিকে আজকের ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। রেল আধিকারিকদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগও উঠেছে। এক নিত্যযাত্রীর দাবি, দিন পনেরো ধরেই ঝুলছিল লোহার পাতটি। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ দিন ভেঙে পড়ল। আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো।

এক্সিট পোল নিয়ে মুখর নেটিজেনরা

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : এক্সিট পোল নিয়ে হরেক রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে নেটিজেনদের মধ্যে। পক্ষে-বিপক্ষে যে যাঁর যুক্তি প্রকাশ করছেন ফেসবুকে।

শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখেছেন, "আমি দ্বিমত পোষণ করি। মত-নির্বচন (নির্বাচন নয়) বহিঃকেন্দ্রিক উত্তর নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ১. বহুক্ষেত্রেই ভুলভাল হয়। ২. প্রশ্ন বহু সময় হয় লক্ষ্যভেদী। লোক ঠিক মত উত্তর দেন না। ৩. পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত মানুষ প্রশ্নকর্তার মন বুঝে নিয়ে উত্তর বানিয়ে বলেন। ৪. নমুনা খুব বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া কঠিন। তবে যা দেখাচ্ছে তাতে আভাস নিশ্চয় মিলছে। আমার ভয় অন্যত্র। বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ হচ্ছে না। এবার হিন্দুদের উপর চরম অত্যাচার নেমে আসবে। সেই অত্যাচারের ক্ষেত্রে শাসকদলের সমর্থকরাও ছাড়া পাবেন না। তখন ? ভেবে নিন পশ্চিমবঙ্গের শেষের শুরু হতে চলেছে। রাষ্ট্রপতির শাসন অনিবার্য। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বাঁচবে না। তবু বিশেষজ্ঞরা বাক্যবাণে মূর্খামি করবেই। একটু সংগঠিত হবার চেষ্টা করুন"

লোকশিল্প নিয়ে বিশ্বভারতী থেকে পিএইচডি করা শিক্ষক সুবীর ঘোষ প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, "আমি একমত। তবে এতে বর্তমান সরকারের হিতে বিপরীত হবে। কেননা, পশ্চিমবঙ্গে বিগত নির্বাচনগুলি হয়েছে নেতিবাদী মানসিকতায়। হিংসা, উগ্রতা যত বাড়বে, হিন্দুরা ততই সংগঠিত হবে। আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে ইভিএম-এ।"

ডায়মন্ডহারবারের অলোক নস্কর লিখেছেন, "এবার হিন্দুদের উপর চরম আঘাত নেমে আসবে এ ব্যাপারে আমি একমত।" যাদবপুরের প্রাক্তনী, নাট্যকর্মী আশিস আচার্য এর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, "আমার মনে হয়, সমীক্ষায় বেশি গদগদ না হয়ে ২৩ তারিখ পর্যন্ত চুপচাপ থাকা ভাল। প্রত্যাশা সংকল্প থাক কিন্তু বাইরে আস্ফালনের পর্যায়ে না যাওয়াই ভাল। কোনো কারণে সমীক্ষা না মিললে পাল্টা আক্রমণ হতে পারে। এখন বুঝেসুঝে পা ফেলানো বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের বাইরে কম আসন ধরে বলা উচিত, আমি যেমন বলি ৮-১০। এর চেয়ে বেশি পেলে তো আমাদেরই আনন্দ।"

কলেজের শিক্ষক সুব্রত মন্ডল প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, "স্যার এরা যত ক্রোধ প্রকাশ করবে হিন্দুরা তত একজোট হবে। ২৩ তারিখে ভোটের ফল বেরোনোর পর বুঝবে হিন্দু একতা কি জিনিস। আট বছর অনেক অপমানিত হতে হয়েছে।" বিজেপি-র সক্রিয় কর্মী তন্ময় কান্তি পাল লিখেছেন, "ভাটপাড়ায় চলছে মোল্লাবাহিনীর তান্ডব। সেনা-পুলিশ-নির্বাচনী আধিকারিক কেউ ছাড় পাচ্ছে না।" দিল্লির প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল লিখেছেন "থ্রি ডেজ সাসপেন্স"। পায়েল সেনগুপ্ত লিখেছেন, "বাড়ির বৌ প্রেগন্যান্ট হলেও পরিবারের মধ্যে কৌতুহল থাকে গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে। এই অবৈধ কৌতুহল টাই একজিট পোল।"

অনেকে এই সব সমীক্ষায় জানাচ্ছেন তাঁদের অসন্তোষের কথা। টালিগঞ্জের বাসিন্দা লিপিকা চট্টোপাধ্যায় গত রাতের পোস্টে লিখেছেন, "এবিপি এক্সিট পোল তথ্য দেখুন আর মুচকি হেসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন।" অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, "লডাই না করলে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট না করে হার স্বীকার করলে অস্তিত্বর অপমান। তবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সম্মানের সাথেই করতে হয়। জেদ কে পাথেয় করে নীরবে। অকারণ কটূক্তি আর অহমিকা প্রকাশ করলে অন্য কে নয়, নিজেকেই ছোট করা হয়। দল হোক বা ব্যক্তি।

পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে ২৪ মে বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে বৈঠক করবেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই বিজেপি বিরোধী দলগুলি জোট করে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই লক্ষ্যে ২৪ মে অবিজেপি আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে বৈঠকের ডাক দিয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

২৩ মে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও পিছিয়ে তা করে দেওয়া হয়েছে ২৪ মে। বৈঠকে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু, এনসিপি, আরজেডি এবং বামপন্থী দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাও। রাজনৈতিক মহলের মতে বিজেপি-কে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার রণকৌশল ঠিক করতে এই বৈঠকের ডাক দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। প্রথমে বৈঠকটি ২৩ মে হওয়ার কথা থাকলেও তার পরিবর্তে ২৪ মে হবে বলে জানা গিয়েছে।

২৩ মে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি গণনায় ব্যস্ত থাকবে বলেই বৈঠকটি একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণের পর এবং সপ্তম দফার আগে থেকে অবিজেপি দলগুলিকে একত্রিত করার কাজে লেগে পড়েছিলেন টিডিপি সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডু। সেই লক্ষ্যে তিনি দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী, সিপিআই(এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি এবং পরে লখনউতে গিয়ে অখিলেশ এবং মায়াতীর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন তিনি।

আলিপুরদুয়ারে হাতির হানায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়

শালকুমারহাট , ২০ মে (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের চিলাপাতা বনাঞ্চল লাগোয়া পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হাতির হানায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার রাতে হামলা চালায় এক পাল হাতি। সোমবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে বনদফতেরর আধিকারীকরা

গ্রামবাসীর দাবি , রবিবার রাতে প্রায় ২০-২৫ টি হাতির একটি দল তছনছ করেছে শালকুমার গ্রামের বাসিন্দাদের কলাবাগানগুলি। ক্ষতি হয়েছে সবজি ও পাট খেতেরও। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, লক্ষাধিক টাকার ফসল ক্ষতি হয়েছে।

ভোররাতে বৃষ্টি হওয়ায় হাতির দলটি ফের চিলাপাতা বনাঞ্চলে ফিরে যায়। কৃষকরা ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে চিলাপাতা বন দফতরের কর্মীরা।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে বনদফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন কৃষকরা।

বারুইপুরে ক্যামিকেল ফ্যাক্টরিতে আগুন, গুরুতর জখম দুই

বারুইপুর, ২০ মে (হি.স.) : আচমকা একটি ক্যামিকেল ফ্যাক্টিরিতে আগুন লেগে যায়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত গোলামবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় ওই কারখানার দুই কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের নাম মনা মণ্ডল ও গোবিন্দ রুইদাস। স্থানীয়রাই তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে দমকল এলাকায় দেরী করে আসার জন্য স্থানীয় মানুষদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ ঘটনাটি। ফর্মা কেম প্রাইভেট লিমিটেড নামে ওই ক্যামিকেল ফ্যাক্টিরিতে আগুন লেগে যায়। কিভাবে আগুন লাগলো তা বুঝে ওঠার আগেই একটি বিস্ফোরণ হয়। আর তাতেই আগুন আরও ছড়াতে থাকে কারখানার ভিতরে। সেই সময় কারখানার ভিতরে কর্মরত দুই কর্মী এই আগুনে গুরুতর জখম হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ার আগেই এলাকার মানুষজন এসে তা নেভানোর কাজে হাত লাগান। তবে ঘটনার খবর পেয়েও দমকল অনেক দেরী করে এলাকায় আসার কারণে এলাকার মানুষজন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দমকল কর্মীদের গাড়ি ঘিরে। পরে অবশ্য সেই বিক্ষোভ মিটিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান দমকল কর্মীরা। ঘটনায় আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।

স্থানীয় মানুষদের দাবী এদিন দুপুরে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে ওই কারখানার ভিতর। এরপর কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। পাশাপাশি আগুন ও ছড়িয়ে পরে।

স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তবে কিভাবে আগুন লাগলো তা এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ও ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছেন। তবে এলাকার মানুষজনের দাবী স্থানীয় মানুষজন তৎপর না হলে এদিন বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটতে পারতো এলাকায়।

রাত পোহালেই মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

কলকাতা,২০ মে (হি.স.):রাত পোহালেই প্রকাশিত হবে মাধ্যমিকের ফলাফল।ভোটগণনার দু'দিন আগেই ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্ষদ। কাল সকাল নটার সময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে ঘোষণা করা হবে ফলাফল।

সকাল ৯টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফল প্রকাশ করবেন পর্ষদ সভাপতি। সকাল ১০টা থেকে পর্ষদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে জানা যাবে ফলাফল।পর্ষদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট এ ফলাফল জানা যাবে। এসএমএসের মাধ্যমেও ফলাফল জানতে পারবেন পড়ুয়ারা। ঢক্ষ্বরোল নম্বরগ্ন পাঠিয়ে দিতে হবে ৫৪৪২/ ৫৬২৬৩/৫৮৮৮৮ নম্বরে।এই দিনই স্কুল থেকে হাতে মার্কশিট পাবে পড়ুয়ারা।

চলতি বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৮০। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮৮ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করতে চলেছে পর্ষদ।গত ৮ মে ফলাফলের তারিখ ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদঊ

এইবছর প্রশ্ন ফাঁস রুখতে সুরক্ষা ব্যবস্থা বর্ধিত করা হয়েছিল পর্ষদের তরফ থেকে। পরীক্ষা হলে ফোন নিয়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না কারোরই, এমনকি পরিদর্শকদেরও নয়। তবু পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে ঘুরে বেরিয়েছে প্রশ্নপত্র। টানা সাত দিনই প্রশ্নপত্র পাচার হওয়ার বেনজির ঘটনাটি ঘটেছে এ বছর।

নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ এড়াতে কেন্দ্রীয়বাহিনীর দাবি দিলীপের

কলকাতা, ২০ মে (হি.স) : সোমবার নির্বাচনোত্তর সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ ঊ এদিন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই এই দাবি জানান তিনি ঊ অন্যদিকে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই একই দাবি জানান বিজেপির অন্যতম নেতা মুকুল রায় ঊ

এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমরা চাইছি রেজাল্টের পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী আরও কয়েকদিন থাকুক।" এবিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পাঠাবেন বলেও জানান দিলীপবাবু ঊ তার কথায়, "ভোটের পর থেকেই গন্ডগোল শুরু হয়েছে। ভোট গণনার সময়ও গন্ডগোল হতে পারে। তাই এই গন্ডগোল রোখার জন্যই প্রয়োজন কেন্দ্রিয়বাহিনী ঊ"

এদিন নাম না করে তৃণমূল-কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "হেরে গেলে রেগে-মেগে ওরা মারপিট তো করবেই। তার জন্যই আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি করব নির্বাচন

ছয়ের পাতায়

বারুইপুরে ক্যামিকেল ফ্যাক্টরিতে আগুন, গুরুতর জখম দুই

বারুইপুর, ২০ মে (হি.স.) : আচমকা একটি ক্যামিকেল ফ্যাক্টিরিতে আগুন লেগে যায়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত গোলামবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় ওই কারখানার দুই কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের নাম মনা মণ্ডল ও গোবিন্দ রুইদাস। স্থানীয়রাই তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে দমকল এলাকায় দেরী করে আসার জন্য স্থানীয় মানুষদের ক্ষোভের মুখে পড়েন।

সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ ঘটনাটি। ফর্মা কেম প্রাইভেট লিমিটেড নামে ওই ক্যামিকেল ফ্যাক্টিরিতে আগুন লেগে যায়। কিভাবে আগুন লাগলো তা বুঝে ওঠার আগেই একটি বিস্ফোরণ হয়। আর তাতেই আগুন আরও ছড়াতে থাকে কারখানার ভিতরে। সেই সময় কারখানার ভিতরে কর্মরত দুই কর্মী এই আগুনে গুরুতর জখম হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ার আগেই এলাকার মানুষজন এসে তা নেভানোর কাজে হাত লাগান। তবে ঘটনার খবর পেয়েও দমকল অনেক দেরী করে এলাকায় আসার কারণে এলাকার মানুষজন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দমকল কর্মীদের গাড়ি ঘিরে। পরে অবশ্য সেই বিক্ষোভ মিটিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান দমকল কর্মীরা। ঘটনায় আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। স্থানীয় মানুষদের দাবী এদিন দুপুরে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে ওই কারখানার ভিতর। এরপর কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। পাশাপাশি আগুন ও ছড়িয়ে পরে। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তবে কিভাবে আগুন লাগলো তা এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ও ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছেন। তবে এলাকার মানুষজনের দাবী স্থানীয় মানুষজন তৎপর না হলে এদিন বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটতে পারতো এলাকায়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্মার্টফোন যখন ঘরের রিমোট

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও সিস্টেম, এসির পাশাপাশি এখন ঘরের ফ্যান লাইটও নিয়ন্ত্রণ করছে স্মার্টফোন। বাতির রং, তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যও বাড়ানো কমানো যায়। ইনফ্রারেড ও ব্লুটুথের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমেও স্মার্টফোন থেকে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের উপায় আছে। অনেক ধরেনের স্মার্ট ডিভাইস এখন বাজারে পাওয়া যায়। এগুলো এমনিতেই স্মার্টফোন দিয়ে নিযন্ত্রণ করা যায়। শুধু অ্যাপ নামিয়ে সমন্বয় করে নিলেই হলো। তবে একটু পুরনো মডেলের ডিভাইস স্মার্টফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কিছুটা ঝক্কি আছে। এ ক্ষেত্রে ছোট একটি ডিভাইস মূল ডিভাইসে যুক্ত করে নিতে হবে। এরপর ফোনের সঙ্গে অ্যাপ সমন্বয় করে সুবিধাটি পাওয়া যাবে।

সাধারণ ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও, এয়ারকন্ডিশনার, ডিএসএলআর ক্যামেরা, গাড়ির সিডি- ডিভিডি প্লেয়ার --- সব কিছুর সঙ্গেই আজকাল রিমোর্ট কন্ট্রোল সুবিধা থাকে। এসব রিমোট ইনফ্রায়েড পোর্টের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে। ইদানীং বেশ কিছু স্মার্টফোনেও এ ধরনের সুবিধা জুড়ে দিচ্ছে নির্মাতারা। ইনফ্রায়েড পোর্ট সুবিধাযুক্ত কিছু জনপ্রিয় ফোন হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, শাওমির রেডমি সিরিজ ইত্যাদি। ফোনগুলো তৈরির সময়ই রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন যোগ করে দেওয়া হয়। ফোনে ইনফ্রায়েড পোর্ট দেওয়া না থাকলেও উপায় আছে। হেডফোন জ্যাকের সঙ্গে একটি ছোট ইনফ্রায়েড ডিভাইস যুক্ত করে রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন চালানো সম্ভব। এ ধরনের ডিভাইসের দামও বেশকম, হাজার টাকার নিচে।

ফোনে পোর্ট যুক্ত করার পর দরকার রিমোট অ্যাপ্লিকেশন। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় দুই অ্যাপ হচ্ছে পিল স্মার্ট রিমোট ও শিওর ইউনিভার্সাল রিমোট।

পিল স্মার্ট শুরুতে টিভির জন্য তৈরি হলেও প্রজেক্টর, সেট টপ বক্স, এয়ারকন্ডিশনার , কুলার এমনকি ক্যামেরাও এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে চলে।

শিওর ইউনিভার্সাল স্মার্ট রিমোটেও পিল স্মার্ট রিমোটের প্রায় সব সুবিধাই আছে। সঙ্গে আছে অপরিচিত ডিভাইসের রিমোট সেটআপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করার বাড়তি সুবিধা।

ওয়াই-ফাইয়ে রিমোট কন্ট্রোলে

অ্যাপ ছাড়াও ওয়াই ফাইয়ের মাধ্যমে ঘরের বেশির ভাগ ডিভাইস রিমোট কন্ট্রোলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে ইনফ্রারেড হাব বসিয়ে নিতে হবে। বাজারে ইনফ্রারেড হাবের দাম আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। অ্যামাজন বা আলি এক্সপ্রেসে অ্যাকাউন্ট থাকলে কিছুটা কমে পাওয়া যাবে।

টিভি, এসি কেনার সময় সঙ্গে রিমোট দেওয়া হলেও সাধারণত ফ্যান, লাইট বা অ্যাকুয়ারিয়াম পাম্পের সঙ্গে দেওয়া হয় না। এগুলোও চাইলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণকরা যাবে। এক্ষেত্রে ছোট্ট একটি ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট প্লাগ কিনে নিতে হবে। সরাসরি ডিভাইসে বা প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে এটি যুক্ত করে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দাম হাজার টাকার মধ্যে । স্মার্ট প্লাগগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্র্যান্ডভেদে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

বাড়ির অন্যান্য কাজে যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোর পরিমাণ ইত্যাদি পরিমাপক সেন্সর লাগানো যায়। এসব সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূর থেকে ঘরের পরিবেশ নিয়ন্ত্র সম্ভব। যেমন — সেন্সরে দেখা যায় যে ঘর অনেক গরম হয়ে আছে, সে ক্ষেত্রে বাসায় পৌঁছার কিছু আগে স্মার্টফোন থেকে ঘরের এসি চালু করে দেওয়া যাবে। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে ঘর ঠান্ডা হয়ে থাকবে।

সরাসরি ফোন থেকে নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস

স্মার্ট লাইট, স্মার্ট এসি, স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট টিভি, স্মার্ট লকসহ বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক ডিভাইসেরই ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। স্মার্ট লাইট প্রথম নিয়ে আসে ফিলিপস হিউ। এসব বাতি ফোনের মাধ্যমে শুধু চালু বা বন্ধই নয়, আলোর পরিমাণ, রং, হোয়াইট ব্যালেন্সও ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কয়েকটি হিউ সিরিজের বাতি একত্রে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হিউ-হাবও রয়েছে। চীনের তৈরি কিছু নাম না জানা ব্র্যান্ডের স্মার্ট লাইটও বাজারে পাওয়া যায়। স্মার্টফোন থেকে সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় স্মার্ট টিভি। এ ধরনের টিভিতে ফোনে থাকা মিডিয়া ফাইল চালানো যায়। আবার টিভির চ্যানেলগুলোও ফোনে দেখা সম্ভব। টিভির ব্র্যান্ড অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন ফোনে ইনস্টল করে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া স্মার্ট চুলার আঁচ ও সময় ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সমার্ট ফ্রিজে ঠিক কী পরিমাণ খাদ্য রয়েছে তাও ফোনেই দেখা যাচ্ছে, ফোন থেকে সরাসরি গান বাজানো যাচ্ছে স্মার্ট স্পিকারে। প্রতিটি ব্র্যান্ডের আলাদা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

ভয়েস কমান্ডে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

অ্যামাজন ইকো: অ্যামাজন ইকো মূলত একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এর মাধ্যমে সরাসরি ভয়েস কমান্ড দিয়ে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঘরের লাইট জানানো থেকে শুরু করে অনলাইনে পণ্য অর্ডারকরা, গান বেছে স্পিকারে বাজানোসহ অনেক কিছুই সম্ভব অ্যামাজন ইকো ব্যবহার করে। গুগল হোম: বেশির ভাগ স্মার্ট ডিভাইসেই গুগল হোম কার্যকর। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্থান, সময় ও সেন্সর ডাটার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাজ করতে সক্ষম। যেমন — বাসার দরজায় ভুল করে তালা না লাগিয়ে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যানড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে গুগল হোম তা জানাবে। এভাবে বাসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

মানসিক রোগের সাথে ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের সম্পর্ক আছে?

সৃষ্টিশীলতা আছে দেবতারকাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন ‘মিউজ’ । গ্রিক দেবতাদের রাজা -দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো ‘মিউজেস’। সৃষ্টিশীলতা আসে দেবতার কাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীণ গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন ‘মিউজ’। গ্রিক দেবতাদের রাজা দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো মিউজেস’। এমনকি আঠারো শতকেও মনে করা হতো নিজে থেকে কেউ সৃস্টিশীল হতে পারে না। সৃষ্টিশীলতা এমন এক গুণ যা কারো কারোই থাকে, সবার থাকে না। এমনকি এটাও মনে করা হতো যে বিষন্নতা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার এসব মানসিক অসুস্ততার সাথে সৃষ্টিশীলতার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। চিত্রশিল্পী, লেখক, কবি, গায়ক , নাট্যকার, নৃত্যশিল্পী , অভিয়নশিল্পী, ইত্যাদি সৃষ্টিশীল মানুষের মানসিক রোগে ভোগার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি।সাইকোলজিস্ট জে ফিলিপ রাশটন পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, সৃষ্টিশীলতার সাথে বুদ্ধি ও বিভিন্ন মুড ডিজঅর্ডারের সম্পর্ক আছে। সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার, ইউনিপোলার ডি প্রেশনের শিকার ৩ লাখ লোক আর তাদের রিলেটিভের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যাদের সিজোফ্রেনিয়া ও বাইপোলের ডিজঅর্ডার আছে, তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বেশি। তাদের ভাইবোনদের মধ্যেও ক্রিয়েটিভ কাজ করার ঝোঁক বেশি। তবে যারা ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার তাদের মধ্যে এরকম কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

কিশোর-কিশোরীদের বিষন্নতার ঝুঁকি বাড়ায় পাঁচগুণ বেশি

যেসব কিশোর কিশোরী ১৫ বছর বয়সের মধ্যে ভীষরভাবে পথ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাদের বিষন্নতা রোগ হওয়ার ঝুঁকি তিনগুণ বেশি থাকে বলে দাবি করেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। তারা আরও দাবি করেন, নিজের শরীরের ক্ষতি করার কারণে ১৮ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি প্রায় পাঁচগুণ।

সম্প্রতি মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এতে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাজ্যের দ্য ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড গবেষক ড. লুসি বোস। তিনি বলেন, গথই বিষন্নতার একমাত্র কারণ এটা আমরা বলছি না। গবে গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যদের তুলনায় গথ সংস্কৃতির ধারক কিশোর কিশোরীরা তুলনামূলক বেশি বিষন্নতায় ভোগে এবং নিজের শরীরের ক্ষতি করে।

অতীতের একটি গবেষণায় দেখা গেছে সমসাময়িক পথ সংস্কৃতির ধারক কিশোর কিশোরীরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের শরীরে ক্ষতি করে। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বা বন্ধুদের প্রভাবেও তারা এমন কাজ করে থাকে।

গবেষণায় অভিভাবক এবং শিশুদের উপর করা দ্য ইউকে অ্যাভন লঙ্গিচুডিনাল এর তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ১৫ বছরের মধ্যে যেসব কিশোর কিশোরী গথ উপ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে নিজের শরীরের ক্ষতি করে তাদের ক্ষেত্রে যৌবনের শুরুতে বিষন্নতা রোগ দেখা দেওয়ার ঝুঁক সবচেয়ে বেশি থাকে।

প্রায় ৩ হাজার ৬শ ৯৪ জন কিশোর কিশোরীদের ওই গবেসণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী এদের প্রত্যেকের ভেতরেই বিষন্নতার লক্ষণ পাওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে গবেষকরা মনে করেছেন, যেসব কিশোর কিশোরী গথ সংস্কৃতিতে ঝুঁকে নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে, ভবিষ্যতে তারা বিষন্নতায় ভুগবে। তবে এক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, আচরণ, মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি পর্যবেক্ষণীয় গবেষণা হওয়ায় চূড়ান্ত করেকোনো কারণও প্রভাব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যোগ করেন গবেষকরা।

তাদের মতে , এ গবেষণা গথ সংস্কৃতির যারা বিষন্নতায় ভুগছেন, তাদের সহায়তা করতে সূত্র হিসেবে কাজ করবে।

গবেষণা সহযোগী যুক্তরাজ্যের দ্য ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টলের গবেষক ড. রেবেকা পেয়ারসন বলেন, যেসব কিশোর-কিশোরীরা বিষন্ন বা নিজেদের ক্ষতি করার প্রবণতা রয়েছে তারা গথ সংস্কৃতির প্রতি আকৃস্ট হতে পারেন।

ভিন্নভাবেও বলাযেতে পারে, যেসব কিশোর কিশোরী গথ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট তাদের আচরণে বিচ্ছিন্ন ও আঁতলামিভাব বেশি প্রকাশ পায়। ইংরেজি মুভিতে মাঝে মাঝেই আমরা দেখি কেউ কেউ চুল কালো করে, কালো নেলপলিশ আর কালো লিপ্সটিক দিয়েছে। তাঁর পরনের পোশাকটিও পুরো কালো।

ভ্যাম্পায়ার ভেবে ভুল করবেন না যেন, এরা বেশিরভাগ গথ কালচারের অনুসারী। উঠতি বয়েসি টিনেজারদের ভেতর এটা বেশি দেখা যায়।

গথ সংস্কৃতি

হিপ্পির মতন গথও একটা সাবকালচার। কালো, আঁধার, শীতল- এই তিনটা শব্দ বোধকরি এদের বর্ণনার জন্যে সবচেয়ে নিখুঁত।

গত আসলে আমরা যাকে বলতাম ‘পাঙ্ক’ বা ‘রক বয়েজ’ তার বর্তমান রূপ। আশির দশকে ইংল্যান্ডেই এর সূচনা। রক গান, ডেথ রক, পোস্ট পাঙ্ক, হেভি মেটাল ইত্যাদি গানের কট্টর ফ্যানরা সাধারণত এ কালচার অনুসরণ করতে পছন্দ করেন।

মাঝে মাঝে কিছু এক্সাট্রিম লেভেল গথরা নিজেদের ভ্যামাপায়ার দাবি করে থাকেন। বেশিরভাগ সময়ই মজা করার জন্যে অবশ্য।

হাতে কানে, পাঞ্চ করা থাকে, কাঁটা লাগানো, ট্যাটু করা গলায় কাঁটাওয়ালা ব্রেসলেট, গায়ে কালো জ্যাকেট এদের সঙ্গী। আমেরিকা বা ব্রিটেনে আবার উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েরা অনেকেই প্রথমে গথ থকে, আবার পরে বদলেযায়। তই এখনো এটা অতো জনপ্রিয় নয়।

শহরজুড়ে বিষন্নতা-সিজোফ্রেনিয়া

২০০৫ সালে হারিকেন আঘাত হানার পরে যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের শহর নিউ অরলিন্সে উদ্ধারকর্মীরা টেক্সাস থেকে আসেন দুর্যোগ পরবর্তী সেনা দিতে। সে সময় একদল ব্যক্তি সার্বিক অবস্থা ক্যামেরাবন্দিও করেন।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ক্যাটরিনার প্রভাব ক্যালেফোর্নিয়ার ক্রিসেন্ট শহরের অবকাঠামোর ওপর পড়েনি। তবে ওই অঞ্চলের মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে পড়ে। যারফলাফল বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতা, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেসর্ ও সিজোফ্রেনিয়া।

২০০৭ সালের একটি জরিপে দেখা যায়, এ কহাজারের বেশি অধিবাসীর মধ্যে দুর্যোগ পরবর্তী মাসে ১৭ শতাংশ মানুষ গুরুতর মানসিকস্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন ও বছরের পর বছর তারা এসব সমস্যাার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছেন।

প্রিন্সটোন ইউনিভার্সিটির গবেষক ক্রিস্টিনা প্যাক্সন ২০১২ সালে নিউ অরলিন্সের ওপর গবেষণা শেষে বলেন, ওই অঞ্চলের মানুষ তখন পর্যন্ত স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি। বিশেষত পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেসের মাত্রা অনেক বেশি তাদের মধ্যে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন প্যাট। যিনি উদ্ধারকর্মী ও সাংবাদিক প্রত্যেককেই গুপ্তচর আখ্যায়িত করে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান।

গবেষকরা মনে করেন, অনেক বিষয় কোনো গবেষণা ও প্রমাণ ছাড়াই বলে দেওয়া সম্ভব। যেমন ওই দুর্যোগের সময়প্যাট সেখানে না থাকলে তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতেন না।

এদের মধ্যে একজন ছিলেন প্যাট। যিনি উদ্ধারকর্মী ও সাংবাদিক প্রত্যেককেই গুপ্তচর আখ্যায়িত করে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান।

গবেষকরা মনে করেন, অনেক বিষয় কোনো গবেষণা ও প্রমাণ ছাড়াই বলে দেওয়া সম্ভব। যেমন ওই দুর্যোগের সময় প্যাট সেখানে না থাকলে তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতেন না।

রাষ্ট্রপ্রধানদের উচিত কেবল অবকাঠামোগত ও বাণিজ্যিক বিমা না করে দুর্যোগ পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চিকিৎসা বিমার প্রবর্তন করা।

প্যাট বলেন, দুর্যোগ পরবর্তী একমাসের বেশি সময় তিনি বিদ্যুৎবিহীন ছিলেন। শৌচাগারের কাজ করে পুকুরের জল দিয়ে। খাবার বলতে ছিলো স্যুপ। মোবাইল করার সুযোগ ছিলো না। অল্প সিগন্যালে কেবল টেক্সট করা যেত, ফলে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিলো এটা। অথচ স্বজনদের খোঁজ নেওয়া খুবই জরুরি ছিলো তখন। ছয় মাস পরেও শহর ছিলো প্রায় ফাঁকা। অনেক মানুষ আর ফেরেনি। বন্যার জলেতে ভেসে আসা আর্বজনায় তখনও সড়ক ভরে রয়েছে। জীবনযাপন করা কঠিন হয়ে গিয়েছিলো।

অন্য সবার মতো তিনিও বিষন্ন হয়ে পড়েন। এরপর প্যানিক অ্যাটাক শুরু হয়। দুর্যোগ পরবর্তী সময় অনেকে আত্মহত্যা করেন। ২০১৪ সালে তার ছোটবেলার বন্ধুকেও হারান এক ধারাবাহিকতায়। অসুস্থতার কারণে ত্তর বাবা- মায়ের সংসার ভেঙে যায়। মানুষগুলো কেমন হিংস্র হয়ে পড়ে। ভয় হতে থাকে যেকোনো কিছুই হতে পারে, যোগ করেন প্যাট। বর্তমানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও মানসিক সমস্যা যাদের হয়েছে তারা আর আগের মতো হতে পারেননি। এ ঘটনা থেকে প্রতিটি দেশের শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন মনোবিজ্ঞানীরা।

প্রিয় পাঠক, ‘মনোকথা’ আপনাদের পাতা। আপনারা জানাতে পারেন বাংলানিউজের ‘মনোকথা’ পাতায় আপনি কি ধরনের প্রতিবেদন দেখতে চান। মনোরোগ নিয়ে যে কোনো মতামত ও আপনার সমস্যার কথা জানাতে পারেন আমাদের।

আমরা পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আপনাদের প্রশ্নের জবাব জানিয়ে দেবো। আপনি চাইলে গোপন রাখা হবে আপনার নাম পরিচয় এমক্নি কি ঠিকানাও। সমস্যার কথা জানানোর সঙ্গে সমস্যার বিস্তারিত কারণ, আপনার নাম, বয়স, কোথায় থাকেন, পারিবারিক কাঠামো এবং এজন্য কোনো চিকিৎসা নিচ্ছেন কি না এ বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের জানান। শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা জানানো সম্ভব হবে।

শিশুরা কতক্ষণ নির্দোষ?

সম্প্রতি এক গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, ১২ থেকে ২৪ মাসের মধ্যেই শিশুদের মূল্যবোধ তৈরি হয়ে যায়। ওই বয়সেই তাদের ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায় এসব মৌলিক বোধ সৃষ্টি হয়। আর বাবা মায়ের কাছে থেকেই শিশুর ভেতরে আসে এই মূল্যবোধ। গবেষকরা মোট ৭৩ জন শিশুর ওপর দফায় দফায় ধারাবাহিকভাবে এ গবেষণা চালান। প্রথম দফায় শিশুদের অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রে সামাজিক এবং পরের দফায় সামাজিক মূল্যবোধ বহির্ভূত চরিত্র দেখানো হয়।

এসময় তাদের নড়াচড়া ও মস্তিষ্কের তরঙ্গ পরিমাপ করা হয়। যখন সামাজিক মূল্যবোধ বহির্ভূত চরিত্র দেখানো হয়, তখন তাদের অসন্তুষ্টি বোঝা যায়। ইলেক্টো এনসেফেলোগ্রাফিতে (ইইজি) তাদের মস্তিষ্কে ভালো এবং ‘খারাপ’ বিষয়টা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। অধিকাংশ শিশুদের ভেতরে এই বোধ দেখা যায়। চলচ্চিত্রের ভালো ও খারাপ চরিত্রগুলোকে খেলনা হিসেবে শিশুদের খেলতে দেওয়া হয়। গবেষকরা পর্যবেক্ষণ করেন, শেষ পর্যন্ত শিশুরা ভালো চরিত্রগুলোকেই গ্রহণ করে। এর মধ্যে দিয়ে কয়েক দফায় পরিষ্কার হয়ে যায়, তাদের ভেতরে মৌলিক মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছে। আরওদেখা যায়, ভালো এবং খারাপ চরিত্রের মধ্যে যখন ভালো চরিত্র দেখানো হয় তখন শিশুর মস্তিস্কে দীর্ঘ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। তাদের চোখ পর্যবেক্ষণ করে এটাও দেখা যায়, খারাপ চরিত্রের তুলনায় তারা ভালো চরিত্রেরদিকে বেশি মনোযোগী ছিলো। শুরুতে যে ক'জন খারাপ চরিত্রের খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, চলচ্চিত্র, দেখার সময় ইইজি পর্যবেক্ষণে তাদের মস্তিস্কে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শুরু থেকেই তারা খারাপ চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট। পরবর্তীতে গবেষকরা বলেন, এর পেছনে তাদের মূল্যবোধ দায়ী ছিলো। এ গবেষণার পরে দেখা যাচ্ছে, অতীতের ধারণার চেয়ে অনেক আগে মানুষের মূল্যবোধ গঠন হয়ে যায়। গবেষকদের পরামর্শ, শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাই অভিভাবকদের।

সোমবার বাংলা ভাষঅ ও সাহিত্যের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিথিবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

বিকেলেই কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠক চন্দ্রবাবুর

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স): সোমবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ কলকাতায় আসছেন তেলেগু দেশম সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু। এসেই কালীঘাটে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাবেন তিনি। সেখানে দুই দলীয় প্রধানের একান্ত সাক্ষাৎকার রয়েছে। মহাজোটের ভোট পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করতেই এই আলোচনা বলে বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রতিটি সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হতে পারে বৈঠকে।
রবিবারই সীতারাম ইয়েচুরি, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও একান্ত আলোচনা করেছিলেন চন্দ্রবাবু নাইডু। লখনউতে গিয়ে দেখা করেছেন মায়াবতী ও অখিলেশ যাদবের সঙ্গে। এনডিএ সরকারকে ঠেকাতে এবং মহাজোটের স্বার্থে তিনি যে তাঁর 'রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী' তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী,সে বার্তাও দিয়েছেন। এবার তাঁর বৈঠক মমতা সঙ্গে।
মহাজোট নিয়ে মমতার মতোই বরাবর তৎপরতা দেখিয়ে এসেছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার এবং চন্দ্রবাবু নাইডু। আগামী ২২ তারিখ সোনিয়া গান্ধীও ইউপিএ—র নেতাদের বৈঠকে তলব করেছেন। এবং ভোটের ফলের দিনও সকালে অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে আগেই জানানো হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।
বুথ ফেরত সমীক্ষায় ফের এনডিএ সরকারের জয়জয়কারের ছবি ভেসে উঠলেও আশা ছাড়ছেন না মহাজোটের কাণ্ডারীরা। ২৩ মে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে যদি ওই সমীক্ষার ফল না মেলে, তবে সেই পরিস্থিতিতে ঠিক কোন পথে এগোতে হবে তারই পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত তাঁরা। এই আবহে সোমবার কলকাতায় পা রাখছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু।
এর আগে তৃণমূলনেত্রী মমতার ব্রিগেড সভায় একমঞ্চেই দেখা গিয়েছে চন্দ্রবাবু নায়ডু, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খড়্গে, সমাজবাদী পার্টি নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের মত দেশের হেভিওয়েট নেতাদের। নির্বাচনী পর্ব চলাকালীনও দফায় দফায় দেশের একাধিক নেতা নেত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন চন্দ্রবাবু নায়ডু। তাঁকে সূত্রধরের ভূমিকায় রেখেই মহাজোটের কাণ্ডারীদের একসুতোয় বাঁধতে উদ্যোগী হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী।

রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন শুনল না সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ২০ মে (হি.স) : আইনি সুরক্ষার সময় বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীবকুমার। পশ্চিমবঙ্গে আইনজীবীদের ধর্মঘট চলছে, এ কারণ দেখিয়েই সময় বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন রাজীবকুমার। আইনি প্রতিষেধকের জন্য রাজীব কুমারের গ্রেফতারির ওপর স্থগিতাদেশের আবেদন শুনল না সুপ্রিম কোর্টের ২ সদস্যের বেঞ্চ। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে আবেদনের নির্দেশ দিল বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার অবকাশ কালীন ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে আগামী ২৩ মের মধ্যে আদালতে থেকে স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কমল রাজীব কুমারের। বাড়ল গ্রেফতারির সম্ভাবনা।
এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চে আগাম জামিনের জন্য সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করেন রাজীব কুমার। তাঁর দাবি, আইনি প্রতিষেধকের জন্য আবেদন করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। আর এই মুহূর্তে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলছে। ফলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাঁর পক্ষে।
গত ১৭ মে রাজীব কুমারের গ্রেফতারির ওপর স্থগিতাদেশ সংক্রান্ত মামলার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ৩ সদস্যের বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীন সেই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি দীপক গুপ্ত ও বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে তিনের কম বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে এই মামলার রায়ে কোনও সংযোজন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন নৈতিক নয়। এক্ষেত্রে রাজীব কুমার আদালতের পরামর্শ মেনে সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে আবেদন করলে সেই আবেদন পত্র পৌঁছবে প্রধান বিচারপতির কাছে। প্রধান বিচারপতি মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে বেঞ্চ গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। বেঞ্চ গঠনের পর মামলার শুনানির দিন জানাবেন বিচারপতিরা। বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে আদালতের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে আবেদন জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিন বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করার জন্য। সেই বেঞ্চ রাজীব কুমারের আবেদন শুনবে।
আদালতের নির্দেশ অনুসারে গ্রেফতারি এড়াতে ২৩ মে রাত ১২টার মধ্যে আইনি প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করতে হবে রাজীব কুমারের। তবে প্রক্রিয়াগত জটিলতায় তা সম্ভব না হলে ওই সময়ের পর যখন খুশি রাজীবকে গ্রেফতার করতে পারে সিবিআই। শেষ দফা ভোটের আগেই রাজ্য থেকে দিল্লির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠানো হয় কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেই কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এরই মধ্যে সারদা মামলায় শীর্ষ আদালতে রাজীব কুমারকে গ্রেফতারির দাবিতে আবেদন জানায় সিবিআই । শীর্ষ আদালত সিবিআইয়ের সেই আবেদন খারিজ করে জানায় সাত দিনের মধ্যে রাজীবকে গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই। তবে রাজীবকে সাতদিনের মধ্যে আইনি পদক্ষেপ করার সময় দেন বিচারপতিরা।
এর আগেও রাজীব কুমারকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছিল সিবিআই। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে শিলংয়ে তাঁকে জেরা করার অনুমতি দেয় আদালত। সেই মতো শিলংয়ের তাঁকে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয়। চিটফাণ্ড মামলায় গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাজীব কুমারকে সাময়িক রক্ষাকবচ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছিল, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে সিবিআইয়ের সামনে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না। গত শুক্রবার ১৭ মে সেই রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে বিচারপতিরা জানান, সিবিআই এ বার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে পারবে। তবে সাত দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করতে পারবেন রাজীব কুমার।
আইনজ্ঞদের মতে, উপযুক্ত আদালত বলতে এখানে নিম্ন আদালত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনও আইনজীবীই এখন মামলা লড়ছেন না। এই অবস্থায় এ দিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান রাজীব কুমারের আইনজীবী। তাঁদের বক্তব্য, বাংলায় আইনজীবীদের কর্মবিরতি যে দিন উঠে যাবে, তার পর থেকে সাত দিন পর্যন্ত তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না রাজীব কুমারের আইনজীবীকে জানিয়ে দেন, তাঁর একার পক্ষে মেয়াদ বাড়ানোর জন্য রায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, রাজীব কুমার মামলায় রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ। ওই বেঞ্চের সদস্য ছিলেন বিচারপতির সঞ্জীব খান্নাও। তাঁর বক্তব্য, বাকি দুই বিচারপতির গোচরেও বিষয়টি আনা দরকার। সেই কারণে রাজীব কুমারের আইনজীবীকে তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে যেন তিনি আবেদন জানান। যাতে বাকি দুই বিচারপতির গোচরে বিষয়টি আসে।
সুপ্রিম কোর্ট রাজীব কুমারকে যে রক্ষাকবচ দিয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৪ মে। তার মধ্যে আগাম জামিন না পেলে সিবিআইয়ের হাতে তাঁর গ্রেফতারির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই বারবার জানিয়েছে, যে তারা রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায়। এমনিতেই সুপ্রিম কোর্টে এখন গ্রীষ্মকালীন অবসর চলছে। তার উপর ওই রায় ঘোষণার পর চার দিন হয়ে গেল। আগাম জামিন পাওয়া বা রক্ষাকবচ পাওয়ার জন্য রাজীব কুমারের হাতে সময় রয়েছে মাত্র চার দিন।

দিদিমণির মন খারাপ, তাই চন্দ্রবাবু ঘুরতে এলেন : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২০ মে (হি.স) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন তেলেগু দেশম পার্টির নেতা তথা অন্ধ্রপ্রদেশের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। ভোট মিটতেই সোমবার নাইডুর কলকাতা আসাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নানান জল্পনা ঊ এদিন এপ্রসঙ্গেই দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ ঊএদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, """ দিদিমণির মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রবাবু নাইডু ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কাজ নেই, তাই চা খেতে আসছেন তিনি।""""
অন্যদিকে এদিন ভোটের ফল প্রসঙ্গে আশাবাদী দিলীপ ঘোষ আজ জোরের সঙ্গে জানান, "কলকাতায় যতই যেই আসুক বৈঠক করতে, সরকার গড়বে মোদীই।"
আজ বিকেল সাড়ে ৪ টেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক করবেন চন্দ্রবাবু নাইডু। এদিন কলকাতা পৌঁছেই বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে নাইডু জানান, মূলত মহাজোটের রণকৌশল ঠিক করতেই, এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি ঊ উল্লেখ্য, এর আগেও রাহুল গান্ধী, সীতারাম ইয়েচুরি অখিলেশ যাদব, সহ অন্যান্য দলের নেতৃত্বের সঙ্গেও দেখা করেন চন্দ্রবাবু নাইডু।

তলব পেয়ে নয়াদিল্লি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

গুয়াহাটি, ২০ মে (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিঙের জরুরি তলব পেয়ে দিল্লি উড়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্ত সনোয়াল। রবিবার রাতেই তিনি দিল্লি গেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রের এক খবরে জানা গেছে।
কী কারণে জরুরি তলব সে সম্পর্কে সূত্রটি সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, গত ১৫ মে গুয়াহাটিতে সংঘটিত গ্রেনেড বিস্ফোরণ, এর সঙ্গে অসমের কতিপয় বুদ্ধিজীবীর নাম জড়িয়ে পড়া এবং বরপেটা জেলার হাউলিতে জিহাদি কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেফতার আরবী কলেজের অধ্যক্ষ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ জরুরি তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালকে।
আজ সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা। বৈঠকে সাম্প্রতিক অসমের বিস্তৃত তথ্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ তুলে ধরবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পাশাপাশি ইসলামিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আরব থেকে হাওলায় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার যোগান প্রসঙ্গও বৈঠকে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অন্য এক সূত্রের খবর।

টুইটারে মমতাকে খোঁচা বাবুলের

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় ঊ রবিবার টুইটারে বুথ ফেরৎ সমীক্ষাকে 'রটনা' বলে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ওই টুইটকে উদ্দেশ্য করেই তাকে কটাক্ষ করেন বাবুল সুপ্রিয় ঊ
এদিন বাবুল সুপ্রিয় তার টুইটারে লেখেন, "এগজিট পোলে দেখে ঘাবড়াবেন না । সব এগজিট পোলে-এ তেই একটা 'মার্জিন অফ ইরর' থাকে! আসানসোলে আমি হারছি বলে যা দেখিয়েছে, সেটা ওই 'মার্জিন অফ ইরর' ! গলতি সে মিসটেক করে ফেলেছে ! আমিই জিতব।
উল্লেখ্য, রবিবারই এগজিট পোল প্রসঙ্গে টুইটারে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ তিনি লেখেন, "এই ধরনের সমীক্ষা আসলে 'গসিপ'। তাঁর মতে, এই ধরনের রটনার মাধ্যমে হাজার হাজার ইভিএমকে প্রভাবিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।" এরপরেই তিনি বিরোধী দলগুলির কাছে একজোট হওয়ার আবেদন জানন তিনি ঊ তিনি লেখেন, "লড়াইটা আমাদের একসঙ্গে লড়তে হবে। বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্য ও ইভিএম কারচুপির জন্যই বিজেপি পরিকল্পনা করে এই কাজ করেছে ।"

হাইলাকান্দিতে গ্রেফতার মহিলা-সহ দুই রোহিঙ্গা ও এক দালাল

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ মে (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলা পুলিশের জালে পড়েছে মায়ানমারের দুই রোহিঙ্গা নাগরিক। হাইলাকান্দি জেলার ধলছড়া গ্রাম থেকে লালা থানার এক দল পুলিশের হাতে গ্রেফতার দুই রোহিঙ্গা নিদেজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছে, তাদের নাম আবুল হালিম এবং লুবেদা বেগম। পুলিশি জেরায় আবুল হালিম বলেছে, তাদের মূল বাড়ি মায়ানমারের মণ্ডু থানার কুঙ্কারপাড়া গ্রামে। দুই ধৃতের সঙ্গে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে সহায়তাকারী অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে কাছাড় জেলার এক বাসিন্দাকে।
লালা থানা সূত্রে জানা গেছে, হাইলাকান্দি জেলার ধলছড়া গ্রামের জনৈক হবিবুর রহমান নামের ব্যক্তির বাড়ি থেকে সোমবার আব্দুল হালিম এবং লুবেদা বেগমকে আটক করেছে লালা পুলিশ। সূত্রটি জানিয়েছে, ধলছড়ার বাসিন্দা হবিবুরের বাড়িতে কাছাড় জেলার সোনাই এলাকার এক ব্যক্তি তার আত্মীয় পরিচয় দিয়ে তিন দিন আগে এই দুই রোহিঙ্গাকে এনেছিল। কোনও কারণে সন্দেহের সৃষ্টি হয় হবিবুর রহমানের। সন্দেহের বশে গৃহস্থ হবিবুর গোপনে খবর দেব লালা থানায়। ওই খবরের ভিত্তিতে আজ সকালে তার বাড়িতে হানা দিয়ে সোনাইয়ের সন্দেহভাজন দালাল এবং মহিলা-সহ দুই মায়ানমারের নাগরিককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। থানায় এনে টানা জেরায় তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তিনজনের বিরংদ্ধে মামলা রুজু করেছে লালা পুলিশ।

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার বিরোধী দলগুলি নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে ধরনায় বসবে, দাবি চন্দ্রবাবুর

অমরাবতী, ২০ মে (হি.স.) : ভিভিপ্যাটে গণনা আগে করতে হবে। সেই দাবিতে অবিজেপি দলগুলি মঙ্গলবার ধরনায় বসবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে। সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী অমরাবতীতে বসে এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। এদিন দলীয় নেতাদের সঙ্গে টেলি কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠকে এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, ভিভিপ্যাটের গণনা আগে করার দাবিতে অবিজেপি দলগুলি ২১ মে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতরের বাইরে ধরনা বসবে। কেন্দ্রে অবিজেপি সরকার গড়ার ব্যাপারে তিনি যে মরিয়া সেই বিষয়ে ইঙ্গিত করে টিডিপি সুপ্রিমো বলেন, সোমবার বিকেলে বিজেপি বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করতে দিল্লি উড়ে যাব। ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হন তিনি।
এক্সিট পোল সম্পর্কে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, জনগণের ইচ্ছে বুঝতে বরাবর ব্যর্থ হয়েছে এক্সিট পোল। এক্সিট পোল ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং বাস্তবতার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। অন্ধ্রপ্রদেশে নিঃসন্দেহে সরকার গড়বে টিডিপি এবং কেন্দ্রে আসবে অবিজেপি জোট। এন চন্দ্রবাবু নাইডু দাবি করেছেন, রাজ্য বিধানসভায় ১১০ এবং লোকসভায় ২০টি আসনে জয়লাভ করবে টিডিপি।

শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদীতে তলিয়ে গেল এক কিশোরী

শিলিগুড়ি, ২০ মে (হি. স.) : শিলিগুড়ির কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকায় মহানন্দা নদীতে তলিয়ে গেল এক কিশোরী। তলিয়ে যাওয়া কিশোরীর নাম প্রিয়শী শীল(৮)। সোমবার এই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ওই কিশোরীর জেঠীমা মারা যান। এদিন নদীতে জেঠীমার কাজ করতে আসে সে। সেই সময় ঘঠে যায় বিপত্তি। অচমকাই নদীতে পড়ে যায় ওই কিশোরী। তাকে তলিয়ে যেতে দেখে স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ নদীতে লাফ দেয় তাকে খুঁজতে। অপরদিকে খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের এনজেপি থানার পুলিশ ও দমকলকে।এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ ও দমকল। যদিও পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘ দুঘন্টা হতে চলছে কিন্তু প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পুলিশের তরফ থেকে তাদের বলা হচ্ছে যে ডুবরিদের খবর দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্তও খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই কিশোরীর।

কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে কলকাতায় ফিরলেন রুদ্রপ্রসাদ ও রমেশ

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে অবশেষে কলকাতায় ফিরলেন রুদ্রপ্রসাদ হালদার ও রমেশ রায়। ৮৫৮৬ মিটার উচ্চতায় তেরঙা উড়িয়ে ঘরে ফিরলেন ঘরের ছেলেরা ঊ
৮ই এপ্রিল একসঙ্গে কলকাতা ছেড়েছিলেন সোনারপুরের আরোহী ক্লাবের বিপ্লব বৈদ্য ও কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে রুদ্রপ্রসাদ হালদার। তাঁদের সঙ্গে গেছিলেন হাওড়া মাউন্টেনারিং ক্লাবের সদস্য কুন্তল কাঁড়া। পরে এই দলের সঙ্গে যোগ দেন নৈহাটির বাসিন্দা শেখ সাহাবুদ্দিন ও বারাসতের বাসিন্দা রমেশ রায়। গত বুধবার সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা সামিট করেন বিপ্লব, রুদ্রপ্রসাদ, রমেশ ও সাহাবুদ্দিন। কিন্তু, কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে ওঠার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন কুন্তল। কাঞ্চনজঙ্ঘা সামিট করে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিপ্লবও। পথেই মৃত্যু হয় দুজনের। কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে নিচে নামার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন রুদ্রপ্রসাদ ও রমেশ। ১৭ মে কাঞ্চনজঙ্ঘার ক্যাম্প টু থেকে হেলিকপ্টারে তাঁদের উদ্ধার করে কাঠমাণ্ডুর হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেখানেই এতদিন তাঁদের চিকিৎসা চলছিল। দু"জনেই ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হয়েছিলেন।পাশাপাশি নিখোঁজ হওয়ার তিনদিন পর বিপ্লব ও কুন্তলের দেহ উদ্ধার করে ছয় শেরপার দল। তাঁদের দেহ ক্যাম্প টুতে নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল ক্যাম্প টু থেকে নামিয়ে তাঁদের দেহ হাসপাতালে আনা হয়।

মমতাকে ফোনে অখিলেশের

কলকাতা, ২০ মে (হি.স) : ভোট মিটতেই রবিবার থেকেই শুরু হয়ে গেছে এগজিট পোলে ঊ এরইমধ্যেই সেই বুথ ফেরত সমীক্ষায় জোর ধাক্কা খেয়েছে মহাজোট। সোমবার সেই প্রসঙ্গেই কার্যত কিছুটা স্বান্তনা দিতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব ।
জানা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনে করে অখিলেশ যাদব জানান, "সপা-বসপা জোট পেতে চলেছে ৫০ টি আসন ।" এই ফোন যে কিছুটা স্বান্তনার সুরেই ছিল তা মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ঊ অন্যদিকে আজই মোদী-বিরোধী জোট শক্তিশালী করতে কলকাতায় আসে পৌঁছোন তেলেগু দেশম পার্টির নেতা তথা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। এদিন মূলত মহাজোটের রণকৌশল ঠিক করতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি।
ইতিমধ্যেই মহাজোটকে শক্তিশালী করতে একপ্রস্ত আলোচনা সেরেফেছেন নাইডু ঊ গত শনিবারই তিনি সাক্ষাৎ করেন রাহুল গান্ধী, মায়াবতী ও অখিলেশ যাদবের সঙ্গে । অন্যদিকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বুথ সমীক্ষায় এগিয়ে রয়েছে বিজেপি ঊ তার পরেই রয়েছে কংগ্রেস ঊ এবিষয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির অন্দরে শুরু হয়ে গেছে জয়ের উল্লাস ঊ এই প্রতিক্রিয়া আভাস পাওয়া গেছে বিজেপি নেতাদের আশাবাদী মনোভাবেই ।

সামনে এল মোদীর বায়োপিকের নতুন পোস্টার

কলকাতা,২০ মে (হি.স.): ইতিমধ্যেই শেষ হলো সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ।লোকসভা আর নির্বাচন শেষ হতে না হতেই একদিনের মাথায় সামনে এলো মোদীর বায়োপিক পি এম নরেন্দ্র মোদীর নতুন পোস্টার । সেই পোস্টারে মোদীর চরিত্রে শঙ্খ হাতে দেখা গেল অভিনেতা বিবেক ওবেরয়কেঊ
উমঙ্গ কুমার পরিচালিত 'পিএম নরেন্দ্র মোদী' মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ৫ এপ্রিল। কিন্তু ছবিটি মোদী সরকারের প্রোপাগান্ডা ছবি বলে অনেকে মন্তব্য করেন । আর সেই কারণেই আদালতের নির্দেশে লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই ছবির মুক্তি বন্ধ করে দেওয়া হয় ঊ শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশনও জানিয়ে দিয়েছিল ভোট শেষেই এই ছবি মুক্তি পেতে পারে । ভোটের ফলাফলের ঠিক একদিন পর ২৪ মে মুক্তি পাবে মোদীর বায়োপিক পি এম নরেন্দ্র মোদী ।তার আগে নির্বাচন শেষ হতেই সামনে এল এই ছবির নতুন পোস্টার।

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করা হল ওম প্রকাশ রাজভরকে

লখনউ, ২০ মে (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সুপারিশে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে ওম প্রকাশ রাজভরকে বহিষ্কার করলেন রাজ্যপাল রাম নায়েক। পাশাপাশি সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির(এসবিএসপি) অন্য সাত সদস্যকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী এবং দিবাঙ্গজন উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী ছিলেন সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির নেতা ওম প্রকাশ রাজভর। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে উত্তরপ্রদেশে জোটসঙ্গী সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি সঙ্গে সংঘাত বাড়তে থাকে বিজেপির। জোটসঙ্গী হওয়া সত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বারাণসী কেন্দ্র সহ রাজ্যের ৩৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলেন ওম প্রকাশ রাজভব। এরপরেই এসবিএসপি-র থেকে জোট ভেঙে বেরিয়ে আসে বিজেপি। ওম প্রকাশ রাজভর দাবি করেছিলেন যে ১৩ এপ্রিল মন্ত্রীর পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সেই ইস্তফা পত্র গ্রহণ করেননি। রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভা থেক ওম প্রকাশ রাজভরকে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশ মেনে রাজ্যপাল রাম নায়েক বহিষ্কার করেন ওম প্রকাশ রাজভর।
এই প্রসঙ্গে ওম প্রকাশ রাজভর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সামাজিক ন্যায় কমিটি রিপোর্ট সুপারিশ কার্যকর করতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেছেন। অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের হয়ে লড়াই করা জন্য তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

ব্রাজিলের পানশালায় দুষ্কৃতীদের হামলায় নিহত ১১

রিও ডি জেনিরো, ২০ মে (হি.স.) : পানশালা ঢুকে দুষ্কৃতীদের এলোপাথাড়ি গুলি। নিহত ১১। রবিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ব্রাজিলের বেলেম শহরে। নিহতদের মধ্যে ছয়জন মহিলা রয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর জখম এক। স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার স্থানীয় সময় দুপুর ৩টে ৩০মিনিট নাগাদ ব্রাজিলের পারা রাজ্যের বেলেম শহরের একটি পানশালায় অতর্কিতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। পানশালার ভেতরে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকা। এরপর ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতীরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি সাত জন দুষ্কৃতী মিলে এই হামলা চালিয়েছিল। মোবাইল ফোনের ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে চারিদিকের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। চাপ চাপ রক্তে পানশালার মেঝের রঙ লাল হয়ে উঠেছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। কি কারণে এই হামলা তা এখনও বোঝা যাচ্ছে। তবে এই পানশালাটি মাদক কারবারিদের আখড়া ছিল বলে জানা গিয়েছে। এর সঙ্গে কোনও জঙ্গি যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসে চাঞ্চল্য গোসবায়, আক্রান্ত বিজেপি

গোসাবা, ২০ মে (হি.স.): রবিবার নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোসাবাতে। অভিযোগ রবিবার গোসাবা থানার বিপ্রদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। অভিযোগের তির রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়েছে পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই কার্যত বুথে এজেন্ট হিসেবে বসতে গেলে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়। গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা এবং তাদেরকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। আর ভোট শেষ হতে না হতেই এই সমস্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটলো। পাশাপাশি তিনটি বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

অনলাইনে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়ার নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ মে (হি.স): সমস্ত কলেজে অনলাইনে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়ার নির্দেশ দিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার রাজ্যের সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৈঠকে নথি যাচাই ছাড়া ভর্তি সংক্রান্ত সমস্ত কাজই অনলাইনে করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নথি যাচাইয়ের জন্যও কিন্তু পড়ুয়াদের ক্যাম্পাসে ডাকতে পারবে না কলেজ কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষামন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও পড়ুয়াকে ক্যাম্পাসে ডাকা যাবে না। কলেজ চত্বরে হেল্পডেস্কও খুলতে পারবে না ছাত্র সংগঠনগুলো। অনলাইনে ভর্তি হওয়ার পর পড়ুয়ারা যখন ক্লাস করতে শুরু করবে, তখন নথি যাচাই করতে হবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে। নথিতে যদি কোনও ভুল থাকে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে আগামী ২৭ মে। গতবার কলেজে ভর্তিতে দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে মুখ পুড়েছিল রাজ্য সরকারের। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ ছিল, কলেজে কাউন্সেলিং বা নথি যাচাইয়ের সময়ে বেআইনিভাবে টাকা তুলছেন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। আর যেহেতু রাজ্যের বেশিরভাগ কলেজের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দখলে, তাই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল শাসকদলের ছাত্রনেতাদেরও। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, পুলিশকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেফতার হন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বেশ কয়েকজন নেতা। দলের ভাবমূর্তি ফেরাতে টিএমসিপির রাজ্য সভানেত্রীর পদ থেকে জয়া দত্তকে সরিয়ে দেয় তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। বস্তুত, ভরতি মরশুমের মাঝপথেই কলেজে অনলাইনে ভর্তির নির্দেশিকাও জারি করেছিল উচ্চ শিক্ষা দফতর। কিন্তু, তাতেও পড়ুয়াদের ভোগান্তি কমেনি বলে অভিযোগ। তাই এবার আর ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্য শিক্ষাদপ্তর।

শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ, নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের নথি যাচাই করতে হবে। তখন যদি নথিতে কোনও ভুল ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রে ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে। দিন কয়েক আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে অনলাইনে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়ার কথা জানিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গোসাবায়

আটের পাতার পর

উপর হামলা চালিয়েছে। আমাদের দুই কর্মীর মাথা ফেটেছে। তারা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন"।

গুলিতে জখম

আটের পাতার পর

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ভোটের ডিউটি করতে কলকাতায় এসেছিলেন। দিনকয়েক আগেই হাওড়ার বাগনানে জ্যোতির্ময় গার্লস স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যেই মারাত্মক গুলির লড়াই হয়। তার জেরে মৃত্যু হয় এক জওয়ানের। গুরুতর আহত অবস্থায় ২জন ভর্তি হন হাসপাতালে।

মদন মিত্র

আটের পাতার পর

উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত বাপ্পা দাস। অভিযোগ, ভোট মিটতেই রাতে তাঁদের বাপ্পার বাড়িতে চড়াও হন কয়েক জন যুবক। বাপ্পাকে না পেয়ে তাঁর বাবা বিমল দাসকে বেধড়ক মারধর করা হয়। আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বিমল দাসকে।

মানিকতলা থানা এলাকার বেঙ্গল কেমিক্যাল এলাকায় একটি ক্লাবে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, রবিবার ভোটারদের আটকায় তৃণমূলের একটি গোষ্ঠী। অন্য গোষ্ঠী তাঁদের বুথে নিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার জেরে এদিন দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। স্থানীয় একটি ক্লাব ভাঙচুর করেন তৃণমূল কর্মীরা। এই ঘটনায় মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের হুঁশিয়ারি, 'কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হচ্ছে। আইন অনুযায়ী পুলিশ পদক্ষেপ করবে'।

রবিবার উপ নির্বাচনে রাজনৈতিক হিংসায় রক্তাক্ত হয়েছে ভাটপাড়া। তার রেশ এখনও রয়েছে এলাকায়। এদিন সকালে রেল অবরোধের পর আর্য সমাজ রোডে দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি করেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এই ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা।

সকাল শুরুটা হয়েছিল কাঁকিনাড়া স্টেশনে রেল অবরোধ দিয়ে। সোমবার সকালেই অফিস টাইমে ভুগতে হয় শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর মেন লাইনের যাত্রীদের। অবরোধে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি কর্মীরাও। অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন বিজেপি সমর্থকেরা। জগদ্দলেও চলে বিক্ষোভ। মথুরাপুর বিধানসভা এলাকায় দুই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত হয়েছেন চন্দন মণ্ডল, নান্টু বেরা। জয়নগরের গোসাবাতে আক্রান্ত হয়েছেন তিন বিজেপি কর্মী। এ ছাড়া বারুইপুর সহ বেশ কিছু এলাকায় অশান্তি তৈরি হয়। দুই দলের বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে, চলে মারধরও।

উচ্চ

● প্রথম পাতার পর

মূল সড়কের উপর ওই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার দীর্ঘদিন ধরে জোড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। ঝড় বৃষ্টিতে প্রায় সময়ই ছিঁড়ে পড়ে তারটি। এ-বিষয়ে স্থানীয় বিদ্যুৎ দফতরে একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও ওই লাইন সারাই করা হয়নি। ফলে, আজ পিতৃহারা সুমিতকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে।

বদলি

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, টিএসআর রাইফেলম্যান ভোজবীর সিং চৌহানের অভিযোগ পেয়েও কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় টিএসআর ১২নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট রতি রঞ্জন দেবনাথকে পুলিশ সদর কার্য্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, টিএসআর ৬নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট জীতেন্দ্র দেববর্মা।

সূত্রের খবর, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা এবং মুখ্য সচিব এল কে গুপ্তাকে সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীতে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেন এমন কর্মচারী এবং পুলিশ কর্মী ও জওয়ানদের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণ বিধি উঠে যাওয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে ত্রিপুরা সরকার।

টনি ক্রুস

সাতের পাতার পর

রোববার লিগে রিয়াল বেতিসের কাছে ঘরের মাঠে ২-০ গোলের হারে মৌসুম শেষ হয়েছে রিয়ালের। বেঞ্চে বসেই ম্যাচটি দেখেন এ মৌসুমে সতীর্থদের মাত্র চারটি গোলে অবদান রাখা ক্রুসকে। পুরো মৌসুমে একবারও জালের দেখা পাননি তিনি।

গুয়ার্দিওলা

সাতের পাতার পর

ওয়াটফোর্ডকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে এফএ কাপের শিরোপা ঘরে তোলে গুয়ার্দিওলার দল। গুয়ার্দিওলার অধীনে ঘরোয়া পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পেলেও ইউরোপের মঞ্চে সাফল্য এখনও অধরা সিটির। আগামীতে সিটির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সাফল্য পেতে চান ৪৮ বছর বয়সী এই কোচ।

"চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতলাম কিনা তা দিয়ে আমাদের মূল্যায়ন করা হবে, এ কথা আমি আগেই বলেছিলাম। আমি জানি, আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না জেতা পর্যন্ত এটা যথেষ্ট হবে না।"

"এটা আমার সঙ্গে এসেছে। আমি সেটা জানি। বার্সেলোনাতে আমরা ভাগ্যবান ছিলাম যে চার বছরে এই শিরোপা দুইবার জিতেছিলাম। আর মানুষ আশা করে যে আমি বিশেষ কেউ; আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততেই হবে।"

হারাল ইংল্যান্ড

সাতের পাতার পর

থেকে বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে মর্গ্যানের দল। অন্য দিকে ফল হওয়া সবশেষ ১০ ম্যাচে হারের তেতো স্মৃতি নিয়ে বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে পাকিস্তান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংল্যান্ড: ৫০ ওভোরে ৩৫১/৯ (ভিন্স ৩৩, বেয়ারস্টো ৩২, রুট ৮৪, মর্গ্যান ৭৬, বাটলার ৩৪, স্টোকস ২১, মইন ০, ওকস ১৩, উইলি ১৪, কারান ২৯*, রশিদ ২*; হাসান ১/৭০, আফ্রিদি ৪/৮২, হাসনাইন ১/৬৭, ওয়াসিম ৩/৫৩, ফখর ০/২৩, মালিক ০/২৯, হাফিজ ০/২৫)

পাকিস্তান: ৪৬.৫ ওভারে ২৯৭ (জামান ০, আবিদ ৫, বাবর ৮০, হাফিজ ০, সরফরাজ ৯৭, মালিক ৪, আসিফ ২২, ওয়াসিম ২৫, হাসান ১১, আফ্রিদি ১৯*, হাসনাইন ২৮; ওকস ৫/৫৪, উইলি ১/৫৫, কারান ০/৪০, স্টোকস ০/২৮, মইন ০/৬৩, রশিদ ২/৫৪)

ফল: ইংল্যান্ড ৫৪ রানে জয়ী

সিরিজ: পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ড ৪-০ ব্যবধানে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: ক্রিস ওকস

ম্যান অব দা সিরিজ: জো রুট

পাকিস্তান

সাতের পাতার পর

ওকসের ৫ উইকেট ছাড়া ইংল্যান্ডের হয়ে আদিল রশিদ নেন ২টি ও উইলি নেন একটি উইকেট। ওয়ানডেতে তৃতীয়বার এক ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ডানহাতি ইংলিশ পেসার।

মরগান-রুটের একশ ছাড়ানো জুটিতে আরও বড় স্কোরের আভাস দিলেও শেষ পর্যন্ত ৩৫১ রানে থামে ইংল্যান্ড। রুট ৮৪ ও মরগান ৭৬ রানে থামেন। এরা ছাড়াও দলের দুই ওপেনার জেমস ভিঞ্চ ৩৩ ও জনি বেয়রস্টো ৩২ রান করেন। এছাড়া জস বাটলার ৩৪, বেন স্টোকস ২১ ও টম কুরান ২৯ রান করেন।

পাকিস্তানের হয়ে একাই ৪ উইকেট নেন শাহেন শাহ আফ্রিদি। এছাড়া তিনটি নেন ইমাদ ওয়াসিম ও একটি করে নেন হাসান আলী এবং হাসনাইন।

এক দালাল

পাচের পাতার পর

এদিকে তদন্তের স্বার্থে সোনাইয়ের বাসিন্দার নাম ও পরিচয় গোপন রেখেছেন থানা কর্তৃপক্ষ। পুলিশের সন্দেহ, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে সহায়তাকারী দালালির কাজে আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত। তবে ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। হাইলাকান্দিতে রোহিঙ্গা গ্রেফতারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা জেলায়।

দাবি দিলীপের

তিনের পাতার পর

কমিশনের কাছে উ তবে আমাদের টার্গেট ঠিক আছে, ২৩ টির বেশি আসন আমরা পাব।"

অন্যদিকে রবিবার একইভাবে নির্বাচনের পরেও কেন্দ্রীয়বাহিনী থাকার দাবি জানান বিজেপি নেতা মুকুল রায় উ তিনি বলেন, "বর্তমানে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তাই নির্বাচনের পরেও সংঘর্ষ চলতে পারে। এই নির্বাচনত্তর সংঘর্ষ রোখার জন্য, ভোটের পরেও আরও সাত দিন রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী বহাল থাকার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হবে" বলে ওইদিন জানান তিনি।

কেন্দ্রীয় বাহিনী আপাতত থাকুক, দিল্লিতে বার্তা রাজ্য বিজেপি-র

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : আরও অন্তত সাত দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে রাখতে চায় বিজেপি। সোমবার দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ একথা জানান।

দিলীপবাবু এদিন বিকেলে দলের রাজ্য দফতরে বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে মূলত ভোটের সময় বুথ পাহারার জন্য। কিন্তু এক্সিট পোলের ফল প্রকাশের পর থেকে বিজেপি নেতা-কর্মীদের ওপর আক্রমণ চলছে। এই অবস্থায় আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অনুরোধ করেছি আরও দিন সাত এই বাহিনী রেখে দিতে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীও এতে সায় দিয়েছেন। তবে, সরকারিভাবে দিল্লি থেকে কোনও সিদ্ধান্তের কথা এখনও জানানো হয়নি। এক্সিট পোল সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতকালের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দিলীপবাবু আজ বলেন, "ওনার তো কারও ওপর আস্থা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আস্থা নেই। রাজ্যপালের ওপর আস্থা নেই। নিজের ওপরেও আস্থা নেই। এ রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলেই ভোটে জিতেছেন। ওঁর পক্ষে গেলে কাজটা ঠিক। আর বিপক্ষে গেলেই বেঠিক।'

এক্সিট পোলের সঙ্গে বাস্তবের ছবি কতটা মিলতে পারে, এ কথা জানতে চাইলে দিলীপবাবু সাংবাদিকদের বলেন, "সমীক্ষায় সারা দেশের প্রেক্ষিতে ন্যূনতম ২৬৭ এবং সর্বোচ্চ ৩৬৫ আসন বিজেপি-র দেখানো হয়েছে। একটা গড় করে নিন। তবে, আমার ধারণা, বিজেপি ৩০০-র ওপর পাবে। এনডিএ ৩৫০ হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিছেপি ২৩-টির ওপর আসন পেতে পারে।"দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুও এ দিন বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী ক'দিন এ রাজ্যে রাখতে আমরা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছি। তৃণমূল এখন সমাজবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে। মানুষ হেরে গিয়ে যখন তা স্বীকার করতে চায় না, তখন মারদাঙা শুরু করে।'

ভিভিপ্যাটের স্লিপ গোনার দাবি জানাল সিপিএম

কলকাতা, ২০ মে (হি.স): ইভিএমের পরিসংখ্যান ও ভিভিপ্যাট স্লিপের পরিসংখ্যানের মধ্যে যেসব কেন্দ্রে তফাৎ হবে সেখানে ভিভিপ্যাটের স্লিপ গুনতে হবে। সোমবার ফের এই দাবিতে সোচ্চার হল সিপিএম। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি সোমবার এক টুইটে বলেন, 'ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের পরিসংখ্যান না মিললে কী করা হবে, সে সম্পর্কিত কোনও পদ্ধতি নির্বাচন কমিশন এখনও জানায়নি। কোনও একটি ক্ষেত্রেও যদি ভিভিপ্যাট এবং ইভিএমের পরিসংখ্যানে গরমিল দেখা যায়, তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সেই বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ভিভিপ্যাট গণনা করা উচিত'।

ভিভিপ্যাটের সঙ্গে ইভিএমের পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখার পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করার দাবি জানিয়ে ২১টি বিরোধী দল এর আগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। সে আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পর বিরোধী দলগুলি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়। তাদের আর্জি ছিল, যেসব কেন্দ্রে ভিভিপ্যাট এবং ইভিএমের পরিসংখ্যান মিলবে না, সেসব জায়গায় গণনার নতুন নিয়ম তৈরি করা হোক। সাত পর্যায়ের লোকসভা ভোট শেষ হয়েছে রবিবার। ভোট গণনা ২৩ মে।

থানায়

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ যুবতীর। তাঁর অভিযোগ, এখন ধনঞ্জয় তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছেন। এই অভিযোগ তুলে যুবতীটি রবিবার তাঁর বাড়ির পার্শবর্তী মান্দাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ধৃত দুই

● প্রথম পাতার পর

তাঁরা। এতে লরি চালকদের ওপর চড়াও হয় একবাল ও জয়নুল। লাঠির ঘায়ে ত্রিপুরার এক লরি চালকের মাথা ফেটে যায়।

ইত্যবসরে স্থানীয় জনগণ জমায়েত হলে দুই প্রতারক তাদের টাকা দাবির কথা জানায়। স্থানীয়রা পরামর্শ দিয়ে বলেন, অল্টো-সহ লরি চালকদের পুলিশে সমঝে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পুলিশের কথা শোনে দুই প্রতারক পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তখন তাদের পাকড়াও করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বাজারিছড়া থানায় সমঝে দেন স্থানীয়রা। থানায় পুলিশি জেরায় দুই প্রতারক একবাল আহমেদ ও জয়নুল হোসেন অল্টো ভাঙার অভিযোগ সাজানো এবং মিথ্যা বলে স্বীকার করেছে। এদিকে ধৃত একবাল আহমেদ ও জয়নুল হোসেনের বিরুদ্ধে বাজারিছড়া থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী ত্রিপুরার দুই লরি চালক।

ওসি জানিয়েছেন, অনুরুপ এক মামলায় সম্প্রতি জেল খেটে এসেছে ধৃত একবাল হোসেন। তিনি জানান, সর্বনাশা ড্রাগসের কবলে পড়ে বৃহত্তর পাথারকান্দির কতিপয় যুবক বিপথগামী হচ্ছে। নেশার টাকা জোগাড় করতে চুরি ডাকাতি রাহজানি প্রতারণার মতো অপরাধজনিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত হচ্ছে একাংশ যুব সম্প্রদায়। নেশার কবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে পুলিশের পাশাপাশি সচেতন জনগণকে এগিয়ে আসাতর আহ্বান জানিয়েছেন বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক।

শরিকরা

● প্রথম পাতার পর

ফের মোদী ঝড়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। ৩০০-র বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারে এনডিএ। কংগ্রেস ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলের প্রাপ্ত আসনের সরকার গড়া যে কঠিন সে আভাসও দেওয়া হয়েছে। যদিও বুথ ফেরত সমীক্ষায় ভরসা রাখছেন না বিরোধীরা। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুথ ফেরত সমীক্ষাকে 'গসিপ' বলে কটাক্ষ করেন। সমীক্ষার রিপোর্ট ভিত্তিহীন বলে দাবি কংগ্রেসের। বিরোধীদের সাফাই, ২৩ মেই প্রমাণ হয়ে যাবে দেশের ক্ষমতা কার হাতে।

বিরোধীদের এক জোট করে নির্বাচনে লড়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগ্রেডে সব বিরোধী দলকে এক মঞ্চে দাঁড় করিয়ে মহাজোটের বার্তা দিয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালে আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীদের মধ্যে বনিবনা তৈরি হয়। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূলও দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, যে যেখানে শক্তিশালী, সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধী, সীতারাম ইয়েচুরি, মায়াবতী ও অখিলেশের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চন্দ্রবাবু। ২৩ মের আগে আরও কয়েক দফা আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।

এদিন বিকেল ৫টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন চন্দ্রবাবু নাইডু। এরপর তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। সেখানেই এদিন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন চন্দ্রবাবু নাইডু। সূত্রের খবর, নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে কোন পথে এগনো হবে, সেই স্ট্রাটেজি নিয়েও কথা হয়।

এর আগে তৃণমূলনেত্রী মমতার ব্রিগেড সভায় একমঞ্চেই দেখা গিয়েছে চন্দ্রবাবু নাইডু, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল, কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খড়্গে, সমাজবাদী পার্টি নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের মতো দেশের হেভিওয়েট নেতাদের। নির্বাচনী পর্ব চলাকালীনও দফায় দফায় দেশের একাধিক নেতা নেত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। তাঁকে সূত্রধরের ভূমিকায় রেখেই মহাজোটের কাণ্ডারীদের একসুতোয় বাঁধতে উদ্যোগী হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। চন্দ্রবাবুও গত কয়েক দিনে দেখা করেছেন এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার থেকে শুরু করে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে। দিল্লিতে গিয়ে কথা বলেছেন রাহুল গাঁধীর সঙ্গেও। লখনউতে গিয়ে দেখা করেছেন মায়াবতী ও অখিলেশ যাদবের সঙ্গে। এনডিএ সরকারকে ঠেকাতে এবং মহাজোটের স্বার্থে তিনি যে তাঁর 'রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী' তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী সে বার্তাও দিয়েছেন। এবার তিনি বৈঠক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

মালদায় পাঁচ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী

মালদা, ২০ মে (হি. স.) : প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার দারিয়াপুর বাইশা হাই মাদ্রাসা সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ধৃতদের গ্রেফতার করা হয়।।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল কাবতুল্লা শেখ ওরফে কাবা (২২) ও মতিবুল শেখ ওরফে বাবিয়া (৪১)। তাদের বাড়ি কালিয়াচক থানার জালুয়াবাথাল পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই প্যাকেটে মোট ১৪৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। পুলিশের প্রাথমিক আনুমান, এই ব্রাউন সুগার কাউকে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল ওই দুজন। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেই, বিএনপি নেতার কঠোর সমালোচনা

ঢাকা, ২০ মে (হি.স.) : সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংয়ে এক সময় "প্রাচ্যের অক্সফোর্ড" নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। নেই বাংলাদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। সম্প্রতি লন্ডনভিত্তিক টাইমস হায়ার এডুকেশন পরিচালিত র‍্যাংকিং ব্যবস্থা এশিয়ার ৪১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিতে পারেনি। সিংহভাগ বিশ্বদ্যিালয় চিন ও ভারতের।

বাংলাদেশে রাজনীতির কবলে পড়ে শিক্ষার মান আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, এটা তার প্রমাণ। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় আবদুল মঈন খান গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে এর অনেকগুলি দিক তুলে ধরেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব আজ চরম আকার ধারণ করেছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে মূল্যায়ন না করে নিছক দলীয় রাজনৈতিক কর্মী অর্থাৎ আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলিগের কর্মীকে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে ভোটার তৈরির চেষ্টা করা হয়, যাতে শিক্ষক রাজনীতিতে প্রভাব বজায় রাখা সম্ভব হয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের যোগ্যতা যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় তবে তাকে দিয়ে মানসম্মত গবেষণা করানো কতটুকু সম্ভব তার উত্তর সবারই জানা।

ড় মঈন বলেন, কোর্স কারিকুলাম বা সিলেবাসসমূহ অনেক ডিপার্টমেন্টেই উন্নত বিশ্বের নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হালনাগাদ করা হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো থেকে ছাপা হওয়া নামি প্রকাশকের পাঠ্যবইয়ের বদলে অনুন্নত বিভিন্ন দেশের প্রকাশকের পাঠ্যবইগুলো বেছে নেয়া হয় ক্লাসরুমে পাঠদানের জন্য। নেই দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেটসহ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও কেবল পাঠ্যবই থেকে স্কুলের বাচ্চাদের যেভাবে পড়ানো হয়ে থাকে, সে রকমই একমুখী লেকচারভিত্তিক পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। পরীক্ষা পদ্ধতিরও সমালোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এ ছাত্র। ড় মঈন খানের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে।

ড় মঈন বলেন, শিক্ষকের দেওয়া লেকচারের ওপর নেওয়া ক্লাস নোট অনুসরণ করে কিংবা বড়জোর পাঠ্যবই থেকে মুখস্থ করে পাস করা যায়, এমন প্রশ্নপত্রই তৈরি করা হচ্ছে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা নিয়ে মঈন খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হবার কথা শিক্ষা ও গবেষণার স্থান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম অপ্রতুল যা আমরা সবাই জানি। গবেষণা তহবিলের অপ্রতুলতার কথাও বহুল আলোচিত।

ড় মঈন খান আরও বলেন, যে কোনও মানসম্মত মৌলিক গবেষণা প্রকাশের মাধ্যম হল আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত ও স্বীকৃত একাডেমিক জার্নালসমূহ। সেসব জার্নালে মৌলিক গবেষণাপত্রগুলো কঠোরতম পিয়ার রিভিউর নানা ধাপ পেরিয়ে ছাপানো হয়ে থাকে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য গবেষণাপত্র কোথায় কোন জার্নালে প্রকাশ হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে কোনও বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয় না। যে কোনও জার্নালে বা পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রকে একই পাল্লায় মাপা হয়। ফলে যে জার্নালে মৌলিক গবেষণাপত্র ছাপাতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয় এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে সেই সমস্ত জার্নালের পেছনে না ছুটে খুব সহজেই ছাপা যায় এমন জার্নালে গবেষণাপত্রের নামে কিছু একটা ছেপে নিয়োগ ও পদোন্নতি বাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থাগুলোর মধ্যে বিনিময় কর্মসূচির গুএক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামগু আওতায় জ্ঞান আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। এতে উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণাগারে লব্ধ জ্ঞান অনুন্নত বিশ্বের গবেষকরা সহজে জানতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের পরবর্তী গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিময় কর্মসূচি মান্ধাতা আমলেই রয়ে গেছে। মূলত কাগজেপত্রের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশ্বমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জ্ঞানভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পরিলক্ষিত হয় না। বিনিময় কর্মসূচি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন করা উচিত এমন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাদের বৈশ্বিক পর্যায়ের র‍্যাঙ্কিং উল্লেখযোগ্যভাবে উঁচুমানের এবং গবেষণা কার্যক্রমে বিশ্বব্যাপী সুনাম রয়েছে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিনষ্ট হয়ে গেছে মন্তব্য করে মঈন বলেন, একসময় অনেক বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়তে এলেও আমার জানা মতে এই মুহূর্তে একজনও বিদেশি শিক্ষাথী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নেই।

জরুরী পরিষেবা

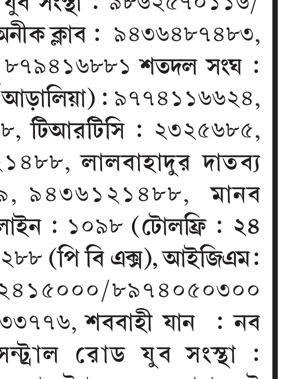

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরিচিতি চাই

Ref : Teliamura U/D Case No. 14/19 U/S- 174 CrPc.
Dated : 15.05.2019

পাশের ছবিটি একজন মৃত অপরিচিত পুরুষ মানুষের। বিগত ১৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে অপরিচিত পুরুষ মানুষটি তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যায়। মৃত দেহটি পরিচিতির জন্য বর্তমানে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল মর্গে শায়িত আছে। উক্ত মৃত দেহটির ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

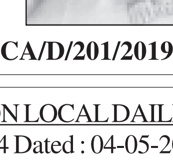

দেহের বিবরণ ঃ-
বয়স- অনুমান - (৭৫) বছর
দেহের উচ্চতা - অনুমান ৫ ফুট

ICA/D/201/2019-20

NATURE OF PUBLICATION ON LOCAL DAILES
Ref : Santirbazar P.S. GDE No. 14 Dated : 04-05-2019

পাশের ছবিটি শ্রী জয়জীত দাস, বয়স ৩৫, পিতা- মৃত গোপাল চন্দ্র দাস, সাং- শান্তিরবাজার ট্রাই জংশন, থানা ঃ শান্তিরবাজার, জেলা - দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট, ৭ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, চুক কালো, পরনে সার্ট এবং পেন্ট। অদ্য ০২-০৫-২০১৯ ই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত ব্যক্তি কে এখন পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই। উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ফোন নাম্বারে করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগোযোগের ঠিকানা ঃ এসপি(ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ছ ০৩৮২৩২২২০৫২, ৯৪৮৫১৪৭৮২৯ / ৭৬২৮০০৭০৮৯
শান্তিবাজার থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ ৯৪০২৩৭৩৭৯৭ ICA/D/203/2019-20

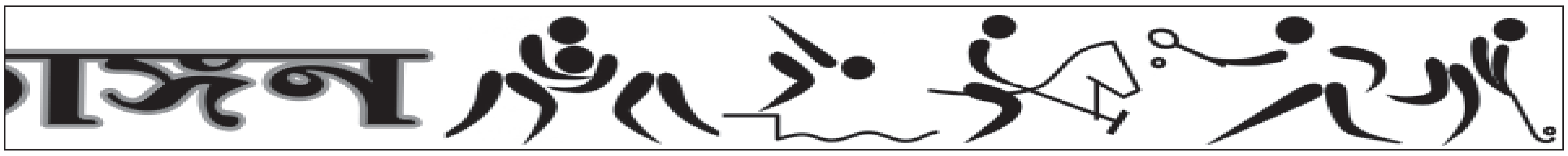

ক্রিস ওকসের দুরন্ত বোলিংয়ে ভর করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ ইংল্যাণ্ডের

লিডস, ২০ মে (হি.স.) : ক্রিস ওকসের দুরন্ত বোলিংয়ের উপর ভর করে নিয়মরক্ষা ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাল ইংল্যান্ড। রবিবার হেডিংলের লিডসে সিরিজের শেষ ম্যাচে ব্যাটিং সহায়ক পিচে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইংরেজ অধিনায়ক ইয়ান মরগ্যান। জো রুটের ৮৪, ইয়ান মরগ্যানের অধিনায়কোচিত ৭৬ রানের সুবাদে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে তোলে ৩৫১ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ৬ রানে তিন উইকেট হারিয়ে ধাক্কা খায় পাকিস্তান। বাবর আজম এবং সরফরাজ আহমেদের ১৪৬ রানের পার্টনারশিপের ফলে পরিস্থিতি কিছু পাকিস্তানের অনুকূলে যায়। পরে আসিফ আলি এবং ইমাদ ওয়াসিমের সাহায্যে ২০০ গণ্ডি পার করতে সক্ষম পয় পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত ২৯৭ রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। কার্যত ক্রিস ওকসের দুরন্ত বোলিংয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান।মঈন আলি ছাড়া ইংল্যান্ডের প্রায় সব ব্যাটসম্যানরাই দলের ইনিংসে অল্প-বিস্তর অবদান রাখেন। দুই ওপেনার ভিন্স ও বেয়ারস্টো যথাক্রমে ৩৩ ও ৩২ রান করে আউট হন। জো রুট ৮৪ ও মর্গ্যান ৭৬ রানের যোগদান রাখেন। বাটলার ৩৪, স্টোকস ২১, টম কারান অপরাজিত ২৯ রান করেন। আফ্রিদি ১০ ওভারে ৮২ রান খরচ করলেও ৪টি উইকেট নিয়েছেন। ইমদ ওয়াসিম নিয়েছেন ৫৩ রানে ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন হাসান আলি ও মহম্মদ হাসনাইন।

বিশ্বকাপের আগে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে পাকিস্তানকে ৪-০ হারিয়ে সিরিজ জয় ইংল্যাণ্ডকে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে বলে মনে করছে ক্রীড়ামহল। ২৫ এবং ২৭ মে অস্ট্রেলিয়া এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইংল্যাণ্ড। ৩০ মে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইংরেজবাহিনী।

ক্যান্সারে ভুগে পাকিস্তানি ক্রিকেটার আসিফ আলির দুই বছরের কন্যা সন্তানের মৃত্যু

লন্ডন, ২০ মে (হি.স.) : মারণ রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল পাকিস্তানি ক্রিকেটার আসিফ আলির দুই বছরের কন্যা সন্তানের। রবিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় পাক মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আসিফ আলির মেয়ে নূর ফতেমার। কন্যা সন্তানে অকাল প্রয়াণে একেবারে ভেঙে পড়েছেন আসিফ আলি। দীর্ঘদিন ধরেই স্টেজ-৪ ক্যান্সারে ভুগছিল নূর ফতেমা। সম্প্রতি চিকিৎসার জন্য তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় নূরের। মেয়ে মৃত্যু খবর পেয়ে ইংল্যান্ড থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছেন আসিফ আলি।

আসিফ আলির পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজির ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের তরফে টুইট করে তাঁর কন্যা সন্তানের মৃত্যুর খবর জানানো হয়। ইউনাইটেড ফ্র্যাঞ্চাইজি ট্যুইটার প লেখে, 'আসিফ আলির কন্যার মৃত্যুতে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আফিস ও ওঁর পরিবারের জন্য আমাদের সমবেদনা এবং প্রর্থনা রইল।

ইতালিয়ান ওপেনের খেতাব জিতলেন রাফায়ালে নাদাল

রোম, ২০ মে (হি.স.) : ফরাসি ওপেনের আগে নোভাক জকোভিচকে হারিয়ে ইতালিয়ান ওপেনের খেতাব জিতে নিলেন রাফায়ালে নাদাল। এর আগে রোম মাস্টার্সের ফাইনালে নাদাল হারিয়ে দেন নোভাক জকোভিচকে। পর পর ক্লে কোর্টে জয় ছিনিয়ে নিতে অভ্যস্থ রাফায়ালে নাদালের চলতি মরশুমটা ভালো কাটে নি । অবশেষ সঠিক সময়ে ছন্দে ফেরেন স্প্যানিশ তারকা। মন্টে কার্লো, বার্সেলোনা ও মাদ্রিদের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া নাদাল সঠিক সময়েই ফর্মে ফেরেন। রোলাঁ গাড়োয় খেলতে নামার আগে মরশুমের প্রথম খেতাব ঘরে তোলেন রাফা। নোভাককে তিন সেটের লড়াই ৬-০, ৪-৬, ৬-১ গেমে পরাজিত করেন তিনি।

নাদালের কেরিয়ারের এটি নবম ইতালিয়ান ওপেন জয়। এই নিয়ে কেরিআরে ৩৪টি মাস্টার্স জিতলেন রাফা। ইতালিয়ান ওপেনের আগে জোকারের মতোই ৩৩টি মাস্টার্স খেতাব ছিল নাদালের ঝুলিতে। রোমে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জকোভিচকে পিছনে ফেলে দিলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। সব মিলিয়ে নাদালের কেরিয়ারের এটি ৮১ নম্বর ট্রফি জয়।

বিশ্বের এক নম্বর জকোভিচ প্রথম সেটে দু'নম্বর তারকা নাদালের কাছে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করেন। ৬-০ গেমে প্রথম সেট জেতার পর দ্বিতীয় সেটেও একসময় জোকারের সার্ভিস ব্রেক করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় নাদালকে চলতি সপ্তাহে প্রথম সেট হাতছাড়া করতে হয় ৪-৬ গেমে। নির্নায়ক গেমের শুরুতেই জকোভিচের সার্ভিস ব্রেক করেন রাফা। জকোভিচ হতাশায় কোর্টে ব্যাকেট আছড়ে ফেলেন। পরে আরও দু'বার ব্রেক পয়েন্ট আদায় করে নাদাল ৬-১ গেমে তৃতীয় সেট জেতেন এবং থেকাবের দখল নেন।

রোনাল্ডেকে টপকে গেলেন লিওনেল মেসি

বার্সেলোনা, ২০ মে (হি.স.) : দ্বি-পাক্ষিক লড়াইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডেকে টপকে গেলেন লিওনেল মেসি। লা লিগার শেষ ম্যাচে জোড়া গোল করে সিআর সেভেনের ক্লাব গোলের নজির পিছনে ফেলে দিলেন এলএম টেন।

রিয়াল ছেড়ে জুভেন্তাসের জার্সি গায়ে চাপানো রোনাল্ডো কয়েক সপ্তাহ আগেই নিজের ক্লাব ফুটবল কেরিয়ারে ৬০০ গোলের মাইলস্টোন টপকে যান। কয়েক দিন পরেই লিভারপুলের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে জোড়া গোল করে মেসি ছুঁয়ে ফেলেন ক্লাব ফুটবলে ৬০০ গোল করার রেকর্ড। ক্লাব কেরিয়ারে রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা এই মুহূর্তে ৬০১। স্পোর্টিং লিসবন, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্তাসের হয়ে সাকুল্যে ৮০৫টি ম্যাচে মাঠে নেমে তিনি এমন কৃতিত্ব অর্জন করেন। এইবারের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে মেসি টপকে গেলেন রোনাল্ডোকে। বার্সেলোনার হয়ে ৬৮৬ ম্যাচে মেসির গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৬০২। ম্যাচের ৩১ ও ৩২ মিনিটের মাথায় পর পর দু'টি গোল করেন মেসি। বার্সেলোনা লা লিগা অভিযান শেষ করে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করে। কোপা ডেল রে ফাইনালের আগে এই ড্র এবং মেসির ফর্ম নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস জোগাবে বার্সেলোনাকে।

লিগের শেষ ম্যাচে জোড়া গোলের সুবাদে আরও একবার লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন মেসি। এবার লিগে ৩৬টি গোল করে পিচিচি অ্যাওয়ার্ড জেতেন তিনি। এই নিয়ে মোট ছ'বার লা লিগার সর্বোচ্চ গোল স্কোরার হলেন মেসি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা ছাড়া দাপট অর্থহীন : গুয়ার্দিওলা

প্রথম ক্লাব হিসেবে এক মৌসুমে ইংল্যান্ডের তিনটি ঘরোয়া প্রতিযোগিতাতেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তি গড়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না জেতা পর্যন্ত ঘরোয়া ফুটবলের এই দাপট যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন স্প্যানিশ এই কোচ।

লিগ কাপ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পর শনিবার রাহিম স্টার্লিংয়ের হ্যাটট্রিকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আচরণ নিয়ে নেইমারের সঙ্গে বসবেন ব্রাজিল কোচ

আগামী মাসে শুরু হতে হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার আগে ব্রাজিল অধিনায়ক নেইমারের সঙ্গে তার আচরণগত সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন কোচ তিতে।

এই মুহূর্তে লিগ ওয়ান ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সমান তিনটি করে ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা কাটাচ্ছেন পিএসজির তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার। ফরাসি ফুটবলে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দুই ম্যাচের স্থগিত নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন রেনের বিপক্ষে ফরাসি কাপের ফাইনালে সমর্থকের সঙ্গে বাজে আচরণ করে। আর এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও পিএসজির মধ্যে শেষ যোলোর ফিরতি পর্বের ম্যাচে রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজে মন্তব্য করায় তাকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করে উয়েফা। এক সংবাদ সম্মেলনে ২৭ বছর বয়সী নেইমারের সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে জানান তিতে। "নেইমার একটা ভুল করল, যা ছিল তার দোষ। আমি এ ব্যাপারে নেইমারের সঙ্গে কথা বলব। আমি তার সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলব।" "আমি ব্রাজিলের কোচ হিসেবে নেইমারের সঙ্গে কথা বলব, একই সঙ্গে একজন মানুষ হিসেবেও; কথা হবে শিক্ষা ও আচরণরীতি নিয়ে।" "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হলো নেইমারের সঙ্গে একটা মত বিনিময় করা। একজন খেলোয়াড়ের আচরণগত যে কোনো সমস্যাই শিক্ষা বিষয়ক হিসেবে বিবেচিত হবে।" বাংলাদেশ সময় আগামী ১৫ জুন সকালে কোপা আমেরিকায় বলিভিয়ার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

রিয়ালে ২০২৩ পর্যন্ত টনি ক্রুস

রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছেন জার্মান মিডফিল্ডার টনি ক্রুস।

২০১৪ সালের জুলাইয়ে আড়াই কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে যোগ দেওয়া ক্রুস দলটির হয়ে প্রথম চার মৌসুমে একটি লা লিগা ও তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ মোট ১২টি শিরোপা জিতেছেন। তবে রিয়ালের অন্য অনেক খেলোয়াড়দের মতোই ২০১৮-১৯ মৌসুমটা মোটেও ভালো কাটেনি ২৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের। এখন আর একাদশে তার জায়গা নিশ্চিতও নয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

লিগের ড্র কাপ ফাইনালের জন্য ইতিবাচক: বার্সা কোচ

লন্ডন।। লা লিগায় মৌসুমে নিজেদের শেষ ম্যাচে এইবারের বিপক্ষে পয়েন্ট হারানোকে কোপা দেল রে ফাইনালের জন্য ইতিবাচক বলে মনে করছেন বার্সেলোনার কোচ এরনেস্তো ভালভেরদে।

রোববার প্রতিপক্ষের মাঠে ২-২ গোলে ড্র করে আগেই শিরোপা ঘরে তোলা বার্সেলোনা। শুরুতে পিছিয়ে পড়ার পর লিওনেল মেসির জোড়া গোলে এগিয়ে যাওয়া ভালভেরদের দল বিরতির ঠিক আগে আরেকটি গোল হজম করে।

ঘরোয়া ডাবল জয়ের লক্ষ্যে আগামী শনিবার কোপা দেল রের ফাইনালে ভালেন্সিয়ার মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। রেকর্ড টানা পঞ্চম কোপা দেল রে শিরোপা জয়ের জন্য পারফরম্যান্সের উন্নতি ঘটাতে হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান ভালভেরদে।

"প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেললাম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আমরা চাপ কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। আর আমরা তুলনামূলক কম সুযোগ পেলাম এবং মারাত্মক কিছু ভুল করলাম।""আমরা ফাইনালের জন্য প্রস্তুত। ম্যাচটা (এইবারের বিপক্ষে) আমাদের ভালোই সাহায্য করল কারণ এটা আমাদের অবস্থাটা দেখিয়ে দিল।"

পাকিস্তান বিশ্বকাপ দলে ওয়াহাব-আমির-আসিফ

লন্ডন।টানা হারের মধ্যে থাকা পাকিস্তান বিশ্বকাপ দলে এনেছে তিন পরিবর্তন। দুই পেসার ওয়াহাব রিয়াজ ও মোহাম্মদ আমিরের সঙ্গে ব্যাটসম্যান আসিফ আলিকে ডেকেছে তারা। আগে ঘোষণা করা দল থেকে বাদ পড়েছেন জুনাইদ খান, ফাহিম আশরাফ ও আবিদ আলি।

গত ১৮ এপ্রিল বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান। সে সময় আলোচনায় না থাকা ওয়াহাবের দলে ফেরা চমক হয়ে এসেছে। ৩৩ বছর বয়সী বাঁহাতি এই পেসার প্রায় দুই বছর আগে দেশের হয়ে সবশেষ ওয়ানডেতে খেলেছিলেন। বছর খানেক আগে তার ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছিলেন অনেকে। সবশেষ দুই সিরিজে পাকিস্তানের বোলিং ইউনিটের ব্যর্থতায় সেই ওয়াহাবকেই দলে ফেরাতে হলো। প্রধান নির্বাচক ইনজাম-উল-হক জানান, রিভার্স সুইং করানোর সামর্থ্যের জন্য দলে ফেরানো হয়েছে ওয়াহাবকে।

২০১৭ সালের ৪ জুন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে সবশেষ ওয়ানডে খেলেন তিনি। বেঞ্চে বসে দেখেন দলের ট্রফি জয়। এই বছরটা লিস্ট 'এ' ক্রিকেট ভালো কাটছে তার। ৫ ম্যাচে ২০.৭০ গড়ে নিয়েছেন ১০ উইকেট, ওভার প্রতি দিয়েছেন ৪.৬০ রান।

ফল হওয়া সবশেষ ১০ ম্যাচে হেরে বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে পাকিস্তান। এই সময়ে ডেথ ওভারের বোলিং ভুগিয়েছে দলটিকে। ইনজামাম আশা করছেন, ওয়াহাবের অভিজ্ঞতা আর পুরান বলে তার দক্ষতা পাকিস্তানকে ডেথ ওভারে বোলিংয়ে উন্নতি করায় সহায়তা করবে।

ইংল্যান্ড সিরিজকে দেখা হচ্ছিল আমিরের জন্য অগ্নি পরীক্ষা হিসেবে। প্রথম ম্যাচে একাদশে ছিলেন না তিনি। চিকেনপক্সে আক্রান্ত হয়ে জন্য খেলা হয়নি পরের চার ম্যাচে। ওয়ানডেতে সময়টা বাজে কাটছে তার। সবশেষ ১০ ওয়ানডেতে ১৪৮ গড়ে নিয়েছেন দুই উইকেট। তবে ইকোনমি ছিল দারুণ ৪.৫৮।

"জুনাইদ ও আশরাফ বাদ পড়ে গেছে, তার মানে এই নয় যে, ওরা ভালো নয়। তবে আমরা মনে করেছি, আমির ও ওয়াহাবের মতো খেলোয়াড়রা এই কন্ডিশনে ওদের চেয়ে বেশি মানানসই। এই কারণে আমরা ওদের বেছে নিয়েছি।"

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচে ফিফটি করেন আসিফ। বড় শট খেলার সামর্থ্য দেখিয়ে জায়গা করে দেন বিশ্বকাপ দলে। অন্য দিকে অভিষেকে সেঞ্চুরি করা আবিদ জায়গা হারালেন দুই ম্যাচের ব্যর্থতায়।

পাকিস্তান দলে উইকেটরক্ষক একজন- অধিনায়ক সরফরাজ। ইনজামাম জানান, তার কাভার হিসেবে বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে থাকবেন মোহাম্মদ রিজওয়ান।

আগামী ২৩ মে পর্যন্ত আইসিসিকে না জানিয়ে বিশ্বকাপ দলে পরিবর্তন আনতে পারবে দলগুলো। এরপর থেকে পরিবর্তন আনতে নিতে হবে আইসিসির অনুমতি।

বিশ্বকাপের পাকিস্তান দল: সরফরাজ আহমেদ (অধিনায়ক), আসিফ আলি, বাবর আজম, ওয়াহাব রিয়াজ, ফখর জামান, হারিস সোহেল, হাসান আলি, ইমাদ ওয়াসিম, ইমাম-উল-হক, মোহাম্মদ আমির, মোহাম্মদ হাফিজ, মোহাম্মদ হাসনাইন, শাদাব খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি, শোয়েব মালিক।

বিশ্বকাপের আগে বিধ্বস্ত পাকিস্তান

লন্ডন।।পাকিস্তানের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি পরিত্যক্ত হলেও পরের তিনটিতেই দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে ইংল্যান্ড। রোববারের (১৯ মে) পঞ্চম ও শেষ ম্যাচেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ৫৪ রানে জিতে ৪-০ তে সিরিজ শেষ করলো ইংলিশরা।

ক্রিস ওকসের বোলিং তোপের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা। একাই তুলে নেন ৫ উইকেট। জো রুট ও ইয়ন মরগানের হাফসেঞ্চুরিতে ৯ উইকেটে ৩৫১ রান তোলে ইংল্যান্ড। জবাবে ২৯৭ রানেই থেমে যায় পাকিস্তানের ইনিংস।

বাবর আজম ও সরফরাজ আহমেদ কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত আর সফল হতে পারেননি। বড় লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৬ রানেই ৩ উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপরও অবশ্য বাবর আজমের ব্যাট থেকে ৮০ ও সরফরাজ আহমেদের ব্যাট থেকে আসে ৯৭ রান। এছাড়া আসিফ আলী ২২, ইমাদ ওয়াসিম ২৫ ও মোহাম্মদ হাসনাইন ২৮ রান করেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ওকসের ছোবলে পাকিস্তানকে হারাল ইংল্যান্ড

লন্ডন।। ফিফটি মাত্র দুটি। তবে প্রায় সব ব্যাটসম্যানই রান পাওয়ায় আরেকটি বড় সংগ্রহ গড়লো ইংল্যান্ড। বোলিংয়ে শুরুতেই পাকিস্তানকে কাঁপিয়ে দিলেন ক্রিস ওকস। বাজে শুরুর পর সরফরাজ আহমেদ ও বাবর আজমের বীরত্বে লড়াই করলেও হারের বৃত্ত ভাঙতে পারেনি সফরকরীরা।

পঞ্চম ও শেষ ওয়ানডেতে ৫৪ রানে জিতেছে ইংল্যান্ড। ৩৫১ রান তাড়ায় ৪৬ ওভার ৫ বলে ২৯৭ রানে থমকে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর বাকি চার ম্যাচ জিতে ৪-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল স্বাগতিকরা।

হেডিংলিতে রোববার টস জিতে ব্যাট করতে নেমে জনি বেয়ারস্টো ও জেমস ভিন্সের ব্যাটে ভালো শুরু পায় ইংল্যান্ড। তবে সম্ভাবনাময় ইনিংস বড় করতে পারেননি দুই ওপেনারের কেউই।

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফেরা ওয়েন মর্গ্যানের সঙ্গে শতরানের জুটিতে দলকে দৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করান জো রুট। ছন্দে থাকা এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ৯ চারে করেন ৮৪ রান। বাঁহাতি মর্গ্যান ৬৪ বলে ফিরেন ৭৬ রান করে।

মিডল অর্ডারে প্রত্যাশিত ঝড় তুলতে পারেননি জস বাটলার, বেন স্টোকস। অলরাউন্ডারসহ এগারো নম্বর পর্যন্ত ব্যাটসম্যান খেলানো ইংলিশরা সাড়ে তিনশ পর্যন্ত যায় লোয়ার অর্ডারের দৃঢ়তায়।

খরুচে বোলিংয়ে ৮২ রানে ৪ উইকেট নেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। ইমাদ ওয়াসিম ৩ উইকেট নেন ৫৩ রানে।

বড় রান তাড়ায় ওকসের ছোবলে শুরুতেই এলোমেলো হয়ে যায় পাকিস্তান। রানের খাতাই খুলতে পারেননি ফখর জামান, মোহাম্মদ হাফিজ। ৫ রান করে ফিরেন আবিদ আলি। ৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে সফরকারীরা।

ছন্দে থাকা বাবরের সঙ্গে ১৪৬ রানের জুটিতে শুরুর ধাক্কা সামাল দিয়ে দলকে ম্যাচে ফেরান সরফরাজ। দুই ব্যাটসম্যানই ফিরে যান রান আউট হয়ে। আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান বাবর ৮৩ বলে করেন ৮০। মাত্র তিন রানের জন্য সেঞ্চুরি পাননি সরফরাজ। পাকিস্তান অধিনায়ক ৮০ বলে ৭ চার ও দুই ছক্কায় খেলেন ৯৭ রানের ঝড়ো ইনিংস।

এরপর তেমন কোনো জুটি গড়তে পারেনি পাকিস্তান। আসিফ আলি, ইমাদ ওয়াসিমরা টানতে পারেননি দলকে। শতরানে হারের শঙ্কায় পড়ে যাওয়া সফরকারীরা ব্যবধান কমায় আফ্রিদি ও হাসনাইনের ব্যাটে। দশম উইকেটে তারা গড়েন ৪৭ রানের জুটি।

শুরুতে ৩ উইকেট নেওয়া ওকস শেষে নেন দুটি। সব মিলিয়ে ৫৪ রানে ৫ উইকেট নিয়ে এই অলরাউন্ডার জেতেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার।

বিস্ফোরক ব্যাটসম্যানে ঠাসা ইংল্যান্ডের ব্যাটিংকে স্থিতি দেওয়া রুট জেতেন সিরিজ সেরার পুরস্কার।

সিরিজে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাওয়া চার ম্যাচেই তিনশ ছাড়ানো রান পেলো ইংল্যান্ড। আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ছয়ের পাতায় দেখুন

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বার কাউন্সিল অব ত্রিপুরার ওয়েবসাইটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি ও অন্য দুই বিচারপতি। সোমবার তোলা ছবি নিজস্ব।

ফের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল বিএসএফ, পলাতক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিএসএফ। কিন্তু, বরাবরের মতোই নেশাসামগ্রী পাচারকারী সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে । বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জীব কুমার এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া সীমান্তে ৯৯০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে । এগুলোর বাজারমূল্য ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা । তবে, পাচারকারী পালিয়ে গিয়েছে, জানিয়েছেন তিনি।

বিএসএফ আধিকারিক জানান, সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার আশাবাড়ি বিওপি এলাকা দিয়ে নেশাসামগ্রী পাচার করা হবে, এমন নির্দিষ্ট খবর পাওয়া গিয়েছিল । এর ভিত্তিতে সীমান্তে বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছিল । তিনি জানান, আশাবাড়ি বিওপি-র জওয়ানরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এ-পাড়ের জঙ্গলে পাচারকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন । বিএসএফ ওই পাচারকারীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় । কিন্তু তারা রাতের অন্ধকারের সুযোগে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ।সঞ্জীব কুমার জানান, বিএসএফ জওয়ানরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে কয়েকটি প্যাকেটে ভরতি ৯৯০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে । ওই ইয়াবা ট্যাবলেগুলি কলমছড়া পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ । প্রসঙ্গত, সীমান্তে প্রতিনিয়ত পাচরকারী সামগ্রী আটক করছে বিএসএফ। এক্ষেত্রে সাফল্য প্রশংসার যোগ্য হলেও পাচারকারীদের আটক করতে ব্যর্থ হচ্ছে বিএসএফ। ফলে, নেশা সামগ্রীর রমরমা থামানো যাচ্ছে না। একই সাথে নেশাসামগ্রীর পাচারও বন্ধ করা যাচ্ছে না। অবশ্য বিএসএফ ত্রিপুরাকে নেশা-মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে বলে জানিয়েছেন সঞ্জীব কুমার।

ধর্মনগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে নজরুল জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর এবং ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। ২৬ মে ভোর সাড়ে পাঁচটায় ধর্মনগর শহরে নেহেরু পার্কের পাশে কবি নজরুল-এর প্রতিমূহূর্তে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। নজরুল-এর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করবেন বিশিষ্টজনেরা। এরপর নজরুলের প্রতিমূর্তির প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে এসে শেষ হবে। বিভিন্ন সংগীত বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক সংস্থা, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন দফতরের কর্মী ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন। এদিন বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে মিউজিক কলেজ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, আবৃত্তি বিদ্যালয়ের শিল্পীরা সংগীত-নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করবেন।

এছাড়া ২৬ মে সন্ধ্যা ৬টায় এবং ২৭ মে সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বিভিন্ন মিউজিক কলেজ, সাংস্কৃতিক সংস্থা, আবৃত্তির স্কুল এবং বিদ্যালয়ের শিল্পীরা সহ আমন্ত্রিত শিল্পীরা নজরুল সংগীত, নৃত্য পরিবেশন করবেন। নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে ১৭ মে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইদোৎসবের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। একমাস রোজা পালনের পর মুসলীম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র উৎসব ঈদ। ঈদের খাবারের তালিকায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে শেম্যাই। রাজ্যেও শেম্যাই তৈরির কারখানাগুলিতে চলছে কাজের চরম ব্যস্ততা।

ঈদ মানে আনন্দ, আর ঈদ মানেই খুশি। মুসলীম ধর্মাবলম্বীরা টানা ১মাস রোজা পালনের পর খুশির ঈদে মেতে উঠেন। রমজান মাসে দিনের বেলায় মুসলীম ধর্মাবলম্বীরা জলপান পর্যন্ত করেন না। ভোর রাতে আহার করে পরের দিন কাটিয়ে দেন। সন্ধ্যায় আবার আহারের ব্যবস্থা। মুসলীম ধর্মাবলম্বীদের ভাষায় সন্ধ্যা ও ভোর রাতের খাবারকে ইফতেহার বলা হয়। ইফতেহারের খাবারের তালিকায় শেম্যাই অন্যতম উপাদান। সেই কারণে রমজান মাসে শেম্যাইয়ের চাহিদা তুঙ্গে। আমাদের রাজ্যেও তাতে কোনও ফারাক নেই। মুসলীম ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করছেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সঙ্গে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠছেন। এ যেন হিন্দু, মুসলীম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতির এক অনন্য নজির। ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যের মসজিদ গুলিও নতুন সাজে সেজে উঠতে শুরু করেছে। মুসলীম ধর্মাবলম্বীদের ঘরে ঘরে চলছে ঈদের প্রস্তুতি। প্রত্যেকেই সাধ্যমত আহারের ব্যবস্থাও করে থাকেন ঈদে। প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় যোগ হচ্ছে শেম্যাই। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় শেম্যাই তৈরির কারখানায় চলেছে চরম ব্যস্ততা। এই কাজে যুক্ত শ্রমিকরা জানান এই মরশুমে শেম্যাইয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। শেম্যাই ছাড়াও তারা তৈরি করছেন পাপর, চাউমিন ইত্যাদি। রমজান মাসে শেম্যাই বিক্রি করে কারখানার মালিক বাড়তি উপার্জন করেন। শ্রমিকদের কাজের চাহিদা থাকায় তারাও ওভারটাইম কাজ করে অতিরিক্ত পয়সা রোজগার করছেন।

মহাদাবের ষাড় চুরির মামলায় ধৃত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ মে।। ঠাকুরের নামে উৎসর্গিত গরু অর্থাৎ মহাদেবের ষারকে চুরি করাকে কেন্দ্র করে মারপিট,থানায় মামলা,অভিযুক্ত পুলিশের জালে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি থানাধীন ত্রিপুরা আসাম সীমান্ত এলাকায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,১০/১২ দিন পূর্বে চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় পূর্ব চুরাইবাড়ির ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল জলিল ঠাকুরের নামে উৎসর্গিত গরু অর্থাৎ মহাদেবের ষারকে চুরি করে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্জিত কুমার কানু পিতা মৃত ভ্রঘু কুমার কানু দেখতে পেয়ে বাধা দিলে আব্দুল জলিল তাকে হুমকি-ধমকি দিয়ে ষারটিকে নিয়ে যায় বলে সনজিতের অভিযোগ। তার দু'একদিন পর সনজিৎ কানু ত্রিপুরা ও আসাম সীমান্ত থেকে গরুর ঘাস নিয়ে আসার পথে আব্দুল জলিল তার উপর আক্রমণ চালায়। বেধড়ক মারপিট করে সনজিৎ কানুকে।এ মনকি ধারালো ছুরি দিয়ে তার গায়ে আঘাত করে, এমনটাই সনজিৎ কানুর অভিযোগ।পরবর্তী সময়ে সনজিৎ কানু কদমতলা হাসপাতালে চিকিৎসা করে চুড়াইবাড়ি থানায় অভিযুক্ত আব্দুল জলিলের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে।মামলাটি হাতে নিয়ে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্ত আব্দুল জলিলকে ত্রিপুরা অসম সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ধর্মনগর আদালতে প্রেরণ করেছে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। আদালত অভিযুক্তকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে চুরি করে নিয়ে যাওয়া ঠাকুরের নামে উৎসর্গিত ষারটি ঘটনার দুই একদিন পর থেকে পুনরায় চুড়াইবাড়ি এলাকায় ঘুরতে দেখা যায়। এদিকে চুড়াইবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারী জয়ন্ত দাস জানান, সঞ্জীব কানুর অভিযোগের উপর ভিত্তি করেই উনারা অভিযুক্ত আব্দুল জলিলকে গ্রেপ্তার করেছেন। বর্তমানে সে জেলহাজতে রয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

কমিশনে অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন মদন মিত্র

কলকাতা, ২০ মে (হি.স): সোমবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার অরিজ আফতাবের অফিসে এসে অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন ভাটপাড়া উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মদন মিত্র । তিনি অভিযোগ করেন, বোমা গুলি নিয়ে ওই এলাকায় দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করেছে অর্জুন সিংয়ের গুণ্ডা বাহিনী ।

সোমবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বোমাবাজিরও অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাত থেকে দফায় দফায় বিজেপি তৃণমূলের কর্মীরা সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়েছেন দমদম, কলকাতা, হাবড়া, মথুরাপুর, জয়নগরেও। ভাটপাড়ায় হিংসার ঘটনায় প্রতিবাদে এ দিন কাঁকিনাড়া স্টেশনের কাছে প্রায় দু'ঘণ্টা রেল অবরোধের জেরে নাকাল হন নিত্যযাত্রীরা।

এদিন মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের দফতরে গিয়ে নিজের অভিযোগপত্র জমা দেন মদন মিত্র । জানান, অর্জুন সিংয়ের মদতেই রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ভাটপাড়া । এলাকায় ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছেন ভাটপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক । নির্বাচনের আগের দিন রাত থেকেই গোটা এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা নিয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে তাঁর বাহিনী । খুনের উদ্দেশ্যেই ভোটের দিন তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয় বলেও অভিযোগ করেন মদন মিত্র । এবং তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধেও পালটা খুনের চেষ্টার অভিযোগ করেছেন অর্জুন সিংও । একদিকে যখন মদন মিত্র নির্বাচন কমিশনের দফতরে অভিযোগ জানাতে গিয়েছেন, তখন জগদ্দল থানা ঘেরাও করে বিজেপি । তৃণমূলের বিরুদ্ধে সেখানে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা । ঝাঁটা, লাঠি হাতে সেই বিক্ষোভে শামিল হন মহিলারাও । ভোটের পরদিনও শান্তি ফেরেনি কাঁকিনাড়া সহ একাধিক এলাকায়। রবিবার সারারাত এবং সোমবার সকালেও সেখানে হয় বোমাবাজি। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি, দুই দলের বিরুদ্ধেই উঠেছে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে ব্যাফ। রবিবার ভোটপর্ব চলাকালীন কাঁটাপুকুর এলাকায় মুড়ি মুড়কির মত বোমাবাজি চলে। তৃণমূল ও বিজেপি দুপক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের এলাকায় নিয়ে এসে সন্ত্রাস করার অভিযোগ তোলে। রবিবার রাতে মেঘনা মোড়ে অর্জুন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ওইদিন রাতে চালতা রোড এলাকায় দুষ্কৃতীরা ব্যাপক বোমাবাজি ও সাধারণ মানুষের বাড়ি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা। এমনকী ওই দুষ্কৃতীরা এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয়।

রবিবার রাতে দমদমে এক বিজেপি কর্মীর বৃদ্ধ বাবাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ভোট মিটতেই, তৃণমূল সমর্থকেরা চড়াও হন ওই কর্মীর বাড়িতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দমদম পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

বারুইপুরে বিজেপির কর্মীর দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বারুইপুর, ২০ মে (হি. স.) : বিজেপি করার অপরাধে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা ও দোকান ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত মদারাট এলাকায়। ভোটের দিন পিনটু বিশ্বাস নামে ওই বিজেপি কর্মী স্থানীয় একটি বুথে বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন বলেই তার বাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ। যদিও সেই হামলার পিছনে তৃণমূল কর্মীদের যোগ থাকার কোথা অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ভদ্র।

রবিবার ভোটের দিন বিজেপির এজেন্ট হিসাবে নাজিরপুর বুথে বসেছিলেন পিন্টু বাবু। তারপর থেকেই কার্যত হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই সোমবার সকাল দশটা নাগাদ জনা পঞ্চাশের একটি তৃণমূলের দুষ্কৃতী দল বারুইপুর থানার অন্তর্গত মাদারহাট বিশ্বাস পাড়ার পিন্টু বিশ্বাসের বাড়িতে আসে এবং তাকে বাড়িতে না পেয়ে তার দোকানে ভাঙচুর চালায়। এমনকি হুমকি দিয়ে যায় সন্ধ্যে বেলা এসে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত এই বিজেপি সমর্থক পরিবারটি। এলাকায় বিজেপি করার অপরাধেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। যদিও বিজেপির তোলা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এলাকার তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ভদ্রের দাবী, " এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের জড়িত নেই। টাকা পয়সা নিয়ে ভাগ বাটোয়ারার কারণেই নিজেদের মধ্যে বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে"। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

সমীক্ষা দেখে বিরোধীরা 'পলিটিক্যাল আইসিইউ'তে চলে গিয়েছে : গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.): বুথ ফেরত সমীক্ষাকে হাতিয়ার করে বিরোধী জোটকে উপহাস করলেন বিজেপি নেতা তথা বিদায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর সরস মন্তব্য, সমীক্ষা দেখে বিরোধীরা 'পলিটিক্যাল আইসিইউ'তে চলে গিয়েছে।

সোমবার সকাল সকাল একটি ট্যুইট করেন গিরিরাজ সিং। লেখেন, বুথফেরত সমীক্ষা দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রবাবু নাইডু সহ সব বিরোধীরা রাজনৈতিকভাবে আইসিইউতে চলে গিয়েছে। ২৩ মে'র পর তাদের জনগণের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যাতে তাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। বুথ ফেরত সমীক্ষার সঙ্গে ফলাফল মিলে গেলে 'অব কি বার ৩০০ পার' হতে চলেছে। কারণ অধিকাংশ সমীক্ষায় এনডিএ জোটকে ৩০০র অধিক আসন দেওয়া হয়েছে। এই ফল যে বিরোধীরা সহজে মেনে নেবে না তা বিলক্ষণ জানেন গিরিরাজ সিং।

আগে থেকেই সাবধান করে দেন যে বিরোধীরা এই ফলের জন্য ইভিএমকে দোষারোপ করবে। গিরিরাজ লেখেন, বিরোধীরা অংক কষা বন্ধ করে দিক। কোনও লাভ হবে না। এরপর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রথমে ইভিএমকে দোষারোপ করবে। তারপর ভোটারদের দায়ী করবে।

গতকাল ভোট শেষ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমীক্ষাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, এই এক্সিট পোল তিনি মানেন না। সেই মমতাকেও একহাত নেন গিরিরাজ। জানান, বিজেপির কাছ থেকে মমতার শেখা উচিত গণতন্ত্রের সম্মান করা। মমতার একনায়কতন্ত্র কোনও কাজ করবে না। নিজেকে শুধরে নিন। নাহলে ২০২১ এ আরও বড় হার অপেক্ষা করছে।

বারুইপুরে বিজেপির কর্মীর দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বারুইপুর, ২০ মে (হি. স.) : বিজেপি করার অপরাধে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা ও দোকান ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত মদারাট এলাকায়। ভোটের দিন পিনটু বিশ্বাস নামে ওই বিজেপি কর্মী স্থানীয় একটি বুথে বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন বলেই তার বাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ। যদিও সেই হামলার পিছনে তৃণমূল কর্মীদের যোগ থাকার কোথা অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ভদ্র।

রবিবার ভোটের দিন বিজেপির এজেন্ট হিসাবে নাজিরপুর বুথে বসেছিলেন পিন্টু বাবু। তারপর থেকেই কার্যত হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই সোমবার সকাল দশটা নাগাদ জনা পঞ্চাশের একটি তৃণমূলের দুষ্কৃতী দল বারুইপুর থানার অন্তর্গত মাদারহাট বিশ্বাস পাড়ার পিন্টু বিশ্বাসের বাড়িতে আসে এবং তাকে বাড়িতে না পেয়ে তার দোকানে ভাঙচুর চালায়। এমনকি হুমকি দিয়ে যায় সন্ধ্যে বেলা এসে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত এই বিজেপি সমর্থক পরিবারটি। এলাকায় বিজেপি করার অপরাধেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। যদিও বিজেপির তোলা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এলাকার তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ভদ্রের দাবী, " এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের জড়িত নেই। টাকা পয়সা নিয়ে ভাগ বাটোয়ারার কারণেই নিজেদের মধ্যে বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে"। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

ভোট পরবর্তী অশান্তিতে উত্তেজনা গোসাবায়

গোসাবা, ২০ মে (হি. স.) : ভোট পরবর্তী অশান্তিতে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা ব্লকে। গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে রবিবার সন্ধ্যায় ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই অশান্তি ছড়াতে শুরু করে। বিশেষ করে গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী, ছোট মোল্লাখালি, বিপ্রদাসপুর, গোসাবা এই জনপদ গুলিতে বিজেপি ও তৃণমূল সংঘর্ষ বাঁধে। তবে বেশীরভাগ জায়গাতেই বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে কুমিরমারী গ্রামে তৃণমূলের দুই কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোসাবা বিধানসভা এলাকা জুড়ে।

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোসাবা বিধানসভায় বিজেপি গত কয়েক বছরে যথেষ্ট ভালো প্রভাব বিস্তার করেছে। এবারের লোকসভা ভোটেও তাই এই বিধানসভা থেকে বেশ কিছু ভোটে লিড পাওয়ার আশায় রয়েছেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কাণ্ডারি। কিন্তু ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকেই এই বিধানসভা জুড়ে তৃণমূল বিজেপি দুই দলের মধ্যে অল্প বিস্তর ঝামেলা অশান্তি লেগেই রয়েছে। তবে ভোটের দিন বেশ কিছু জায়গায় বুথে বিজেপির এজেন্ট বসতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তাছাড়া ভোট শেষের পর গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী, বিপ্রদাসপুর, গোসাবা এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বাড়িঘর ভাঙচুরের ও অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে বিজেপির আক্রমণে দুই তৃণমূল কর্মী দেবব্রত জোতদার ও বারীন জোতদার গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিপ্রদাসপুরে তৃণমূলের আক্রমণে বিজেপি কর্মীদের তিনটি বাড়ি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ঘটনায় দশ এগারোজন বিজেপি কর্মী ঘরছাড়া রয়েছেন বলে ও দাবী করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। এ বিষয়ে বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, " ভোটের আগে থেকেই আমাদের কর্মীদের উপর হামলা অত্যাচার হয়েছে। ভোটের দিন বুথে আমাদের এজেন্টদের বসতে দেয়নি তৃণমূল। আর ভোট মিটে যেতেই গোসাবার একের পর এক এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে বিজেপি নেতা কর্মীদের। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে ও কোন লাভ হয়নি"।

অন্যদিকে এ বিষয়ে গোসাবার বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা জয়ন্ত নস্কর বলেন, " এলাকায় কোন সংগঠন নেই বিজেপির। শান্ত গোসাবাকে তাই অশান্ত করতে আমাদের কর্মীদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় জওয়ান গুলিতে জখম

কলকাতা, ২০ মে (হি.স): বেহালার পর্ণশ্রীতে জখম কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান। জানা গেছে, অসাবধানবশত নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে আহত হন ওই জওয়ান।সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পর্ণশ্রীর একটি স্কুলে। জখম ওই জওয়ানকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে, তাঁর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। ওই জওয়ান

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।